রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড।৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ২১এ পৌষ —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৭৭ সাল | ৪৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসা রোগও শান্তিধ হইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষ মূত্রকৃচ্ছ, বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সুতিকা, প্রদর, মুর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নুতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাবার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ নানাবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বরয ক্ষমা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মুর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট করা গয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামডানি, ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পরের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয় কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন. ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রী চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বলেশ্বর।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধর গুন বিষয়ে এ সামান্য লেখনা বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঙ্কিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপু জেলা মুরসিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মালির নিয়মানুসারে সেবন করায় পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুয়ামন।

অত্যাশ্চর্য্য ওলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধবল্লভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কু...চিয়াকেল্লল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোনুকুল হোসেন, দেওয়ান।
মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রা-

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
অনারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের নহে, জ্বর প্রায় ৭।৮ সৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড় ১ প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যতপরনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায়, চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর একবারে বন্দ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গয়াছে, প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার জান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।
মোং হুগলি. খুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকংশে সাম্য হইয়াছে। প্লীহ জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া জ্বর বন্দ্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস অনাইয়াছিলাম। এবং একটী স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল
মোং গুলটীয়া, তায়া সিন্দীয়া।

অমৃত রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহুড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
মোং গৌরীপুর ধুবড়ী।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town.
It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child ook one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine. but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.
Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

নোটিশ।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি (1st February) পর্য্যন্ত দমদমার স্মল আরমস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্ত্তৃক পেটী ষ্টোরস (Petty Stores) অর্থাৎ নানাবিধ ক্ষুদ্র২ সামগ্রী প্রভৃতির কণ্টাকটের নিমিত্ত শীল Seaied(অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা টেণ্ডর Tendr অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৭ সালের ১লা (1st April, 1877) হইতে সন ১৮৭৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ 31st March, 1878) পর্য্যন্ত উপরিউক্ত স্মল আরমস এমুউনিসন ফ্যাক-টরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রভৃতি প্রস্তুত করার কারখানার আফিশে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল জিনিষ সরবরাহের নিমিত্ত (Tender) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়ন পত্র লওয়া যাইবেক সেই সকল জিনিষের ন্যূনাধিক পরিমাণের ফর্দ্দ এবং কনট্রাক্ট পত্র লেখা পড়ার ফারম উপরিউক্ত স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরি আফিসে (Smal Arms Ammunition Factory Office) দরখাস্তকারীদিগকে প্রতি দিন দেখান যাইবে কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

৩। যদি কোন টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়ন পত্র গৃহীত হয় তাহা হইলে যাহারা টেণ্ডার দিবেন তাঁহাদিগকে কনট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্তাবেজ দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক টাকা কনট্রাক্টদারদিগকে দিতে হইবে।

৪। দুই খান করিয়া টেণ্ডার (tender) অর্থাৎ বায়না পত্র দিতে হইবে এবং তাহা ইংরাজিতে লিখিত থাকিবে। প্রত্যেক রকমের জিনিষ যে যে দরে দেওয়া যাইতে পারিবে সেই সেই দর অঙ্কপাত করিয়া ও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয় দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপা করা ফারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্তরূপ ছাপা করা ফারমের দুই খান এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খান ফারম দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

৬। সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

৭। টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের (Inspector General of Ordances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কিম্বা অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন জিনিসের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই সেই জিনিষের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮। টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকায় গবর্নমেণ্ট অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কনট্রাক্ট লেখা পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

৯। শ্রীযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় উক্ত স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

১০। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন।

স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরি আফিস।
দমদমা।
২২এ ডিসেম্বর ১৮৭৬

এ, ওয়াকর মেজর আর, এ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টর।

A Walker Major R. A.
Superintendent Small.
Arms Amunition Factory.

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২১ এ পৌষ, বৃহস্পতিবার।

কর সংক্রান্ত নূতন আইন।

আমরা গত বারে প্রস্তাবিত আইনের ৪র্থ ধারায় মুখ বন্ধ করিতে করিতেই ক্ষান্ত হইয়া ছিলাম। আমরা উক্ত বিষয় সমালোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভূমির কর ভূমি জাত দ্রব্যানুসারেই নিরমিত হয়। ন্যায়তঃ জমিদারের ভূমিতে কোন স্বত থাকুক না থাকুক, যেরূপ বন্দবস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে জমিদার এখন রাজার স্থলাভিষিক্ত, সতরাং ভূস্বামী। ভূমিজাত সামগ্রীর কিয়দংশ যে ভূস্বামীর প্রাপ্য তাহাতে আর দ্বিরুক্তি নাই। কেননা উহা সমাজ ও রাজনীতির অনুমোদিত। এইক্ষণ ভূস্বামীর অংশের পরিমাণ কি তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক। উৎপন্ন দ্রব্যে ভূস্বামীর অংশ নির্দ্ধারিত করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়টী মনে করা উচিত যে, ভূমিতে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় স্বত্ব থাকুকনা কেন, ভূমিজাত দ্রব্য কৃষকের সম্পত্তি, জমিদারের নহে। আমাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভূমিজাত দ্রব্য হইতে কৃষকের অন্নের সংস্থান করিয়া তৎপর উহা জমিদারকে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। প্রস্তাবিত আইনে উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্যের উপর শতকরা ১৫ হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় সপ্তমাংশ হইতে চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া বিধান করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় চতুর্থাংশ বেশী বলিয়া বোধ হয়। মনু উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ ভূস্বামীর প্রাপ্য বলিয়া ব্যবস্থা করেন। প্রজা ও ভূস্বামীর মধ্যে ভূমি জাত দ্রব্যের অংশ নির্দ্ধারিত করা একটি গুরুতর বিষয়। এ সম্বন্ধে সহসা কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। অংশ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে প্রতি বিঘা জমিতে গড়ে কি পরিমাণ শস্য জন্মে, এক বিঘা জমি আবাদ করিতে কত ব্যয় পড়ে ও ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার কত অংশ কৃষকের অন্নের সংস্থান জন্য রাখা উচিত, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। আমরা বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলা হইতে উপরিউক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। সেই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমরা বারান্তরে এ সম্বন্ধে একটী পৃথক প্রস্তাব লিখিব।

এই ধারাটীতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে এই ধারার বিধান ক্রমে প্রজা খাজনা কমি পাইবে না। আমাদের বিবেচনায় এই ব্যবস্থাটী অসংগত হইয়াছে। ৮ আইনের বিধানানুসারে জমিদারের যেমন কোন২ কারণ বশতঃ খাজনা বৃদ্ধি করার দাবী আছে, প্রজারও সেই রূপ কোন২ কারণ বশতঃ খাজনা কম পাওয়ার দাবা আছে। ৮ আইনের ১৮ ধারায় খাজনার বৃদ্ধি করার ও ১৯ ধারায় খাজনা কম পাওয়ার কারণ সকল নির্দ্ধারিত আছে। ১৮ ধারায় বিধান আছে যে যদি প্রজার বিনা ব্যয়ে কি বিনা পারিশ্রমে ভূমির শক্তি বৃদ্ধি কি ভূমিজাত দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে উক্ত ভূমির কর বৃদ্ধি হইবে। ১৯ ধারায় বিধান আছে যে, প্রজার বিনা ত্রুটীতে যদি কোন কারণ বশতঃ ভূমির শক্তির হ্রাস হয় কি ভূমিজাত দ্রব্যের মুল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রজা খাজনা কমি পাইবে। এই দুইটী ধারায় পরস্পর সামঞ্জস্য আছে। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা ১৮ ধারাটী সংশোধন করা হইল, ভূমিজাত দ্রব্যের মুল্য কি রূপে স্থির করিয়া কি হিসাবে জমির কর সাব্যস্ত করিতে হইবে তাহার বিধান করা হইল, কিন্তু ১৯ ধারাটী স্পর্শ করা হইল না। ইহার ফল এই হইবে যে, আদালত খাজনা বৃদ্ধি করার সময় এক রূপ নিয়ম অবলম্বন করিবেন, খাজানা কম দেওয়ার সময় অন্য রূপ নিয়মে চলিবেন। ৮ আইন মতে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি কি হ্রাস জন্য যে খাজনা বৃদ্ধি কি কমি হয় তাহার নিয়ম এই। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক খানি জমির উপস্বত্ব ৮ টাকা ছিল, তখন প্রজা উক্ত জমির খাজানা ১ টাকা করিয়া দিত। এখন সেই জমির উপস্বত্ব ১০ টাকা হইয়াছে। অতএব উক্ত জমির খাজনা এখন ১।০ টাকা হইবে। অথবা পূর্ব্বে ১০ টাকা ছিল এখন ৮ টাকা হইয়াছে, এ হিসাবে খাজনা ১।০ কমিয়া ১ টাকা হইবে। প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে খাজানা বৃদ্ধি করার সময় আর এই প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া কর সাব্যস্ত করিতে হইবে না। কিন্তু যখন ১৯ ধারাটী অক্ষুণ্ণ রহিল এবং যখন প্রস্তাবিত আইনের ৪ ধারায় খাজানা কমি পাওয়ার নিষেধ বিধি সন্নিবেশিত হইল, তখন ১৯ ধারা মতে খাজানা কমি পাওয়ার মোকদ্দমা হইলে আদালতের পূর্ব্ব নিয়ম অবলম্বন করিয়া কর ধার্য্য করিতে হইবে। যদি ১৮ ধারাটী সংশোধন করার আবশ্যক হইয়া থাকে তবে ১৯ ধারাটী সংশোধন করার আবশ্যক হয় নাই কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রস্তাবিত আইনের ৪ ধারায় খাজানা কমি পাওয়ার নিষেধ বিধি রাখার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদের বিবেচনায় ১৯ ধারাটী ১৮ ধারার ন্যায় সংশোধন করা আবশ্যক। ১৮ ধারা ও ১৯ ধারায় এখন যে সামঞ্জস্য আছে তাহা ভঙ্গ হইয়া গেলে খাজানা ঘটিত মোকদ্দমায় কার্য্য প্রণালী জটিল হইয়া পড়িবে। আদালতের একই বিষয় দুই ভিন্ন রূপ প্রণালী দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে। যদি উপরিউক্ত নিষেধ বিধিটি থাকিয়া যায় এবং ১৯ ধারাটী সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে পাছে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রজার খাজানা কমি পাওয়ার যে চিরন্তন স্বত্বটী আছে তাহা লোপ হইয়া যায়।

৫ ধারা। কোন স্থানের উটবন্দী প্রজার খাজনার নিরিখ অথবা শস্যের মুল্য যদি আদালত নির্ণয় করিতে না পারেন তবে তাহা জানিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের উপর ভার দিবেন। কলেক্টর সাহেব এ সম্বন্ধে যে বিচার করিবেন তাহা চুড়ান্ত হইবে না, যে পক্ষ কালেক্টরের বিচারের প্রতি অপত্তি করিবেন তিনি অন্যথা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন। বস্তুতঃ এখন সিবিলকোর্ট আমিনেরা যাহা করেন কালেক্টরেরা তাহাই করিবেন। কালেক্টর সাহেব কি রূপ তদন্ত করিবেন যদিচ এই আইনে কোন বিধান করা হয় নাই তথাপি তাঁহার কোন না কোন রূপ তদন্ত করিতেই হইবে এবং এই তদন্ত জন্য সরেজমিনে কোন আমলা বা ডিপুটী কালেক্টর মোতাইন হইবেন। তবে এ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মোকর্দ্দমা করিতে লোকের যত কষ্ট হয় তাহার মধ্যে আদালত ঘুরাই একটী প্রধান কষ্ট। এই বিধানে লোকের একবার কালেক্টরি ও একবার দেওয়ানী আদালত করিয়া বেড়াইতে হইবে এবং ইহাতে যে বিষেশ কোন ফল হইবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। তবে যদি কালেক্টর কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া তিনি জেলার অন্যান্য বিবরণ যে রূপে সংগ্রহ করেন সেই রূপে খাজানার নিরিখ অথবা শস্যের মুল্যের বিষয় সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে এ রূপ বিধান দ্বারা প্রভুত অন্যায় হইবে। বলিতে কি, কালেক্টর সাহেবদের সংগৃহীত বৃত্তান্তের উপর আমাদের আস্থা নাই। যে প্রণালীতে কলেক্টরেরা কোন জেলার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা জানিতে পারিলে কাহারও তাহা বিশ্বাস করা উচিত হয় না। পাঠকগণ সপ্তাহে২ গবর্ণমেন্ট গেজেটে জেলা সমুহের শস্যের বিবরণ ইত্যাদি যে দেখিয়া থাকেন তাহা সংগ্রহের প্রণালী অবগত না থাকিতে পারেন। আমাদের গ্রাম্য চৌকিদারেরা বড় কম পাত্র নহে। তাহারাই প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেন্টের সংবাদদাতা। দেশের কোন বিষয় জানিতে হইলে কলেক্টর সাহেবের থানার কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং থানার কর্ম্মচারীদের চক্ষু গ্রাম্য চৌকিদারগণ। সুতরাং প্রস্তাবিত বিধান দ্বারা যদি গ্রাম্য চৌকীদারদের খাজানার নিরিখ বা শস্যের মুল্য ভরামিদিতে হয়, তাহা হইলে কলেক্টর সাহেবের রোয়ারদাদ কত মূল্যবান হইবে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। ভব হইতেছে কলেক্টর সাহেবের তদন্ত সিবিল কোর্ট আমিনের ন্যায়ই হইবে, অর্থাৎ রীতিমত সরে জমিনে তদন্ত হইয়া খাজানার নিরিখ বা শস্যের মুল্য নির্ণয় করা হইবে। আমরা অদ্য এখানে ক্ষান্ত দিলাম।

ঘোষণা।

গত সোমবারে কলিকাতায় যে ছোট দরবার হইয়া যায় তথায় এই বাঙ্গলা ঘোষণা পত্রখানি পঠিত হইয়াছিল:—

অসীম মহিমান্বিত শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া যে ঘোষণা পত্র দ্বারা ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিলেন তাহা মান্যতম শ্রীলশ্রীযুক্ত বাইসরয় ও শ্রীলশ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্ণরের মহদাজ্ঞানুসারে পঠিত হইল। এই মহোৎসব ক্রিয়া আপনাদিগের রাজ-ভক্তি-পূর্ণচিত্তে বহুকাল জাগরূক থাকিবেক সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমতী পূর্ব্ব উপাধিপুঞ্জে অদ্য ভারত-রাজ-রাজেশ্বরী উপাধি সংযুক্ত করিলেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহার কোন নূতন ক্ষমতা কি নূতন কোন আধিপত্য গ্রহণে ইচ্ছা নাই। প্রজাবর্গের হিত চিন্তাই কেবল তাঁহার উদ্দেশ্য, প্রজাবর্গের স্নেহ সাধনই তাঁহার এক মাত্র অভিলাষ। ভারতবাসী-প্রজাগণের প্রতি শ্রীশ্রীমতীর সনাতন যে আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ ভাব আছে তাহা এ যাবৎ সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই। সেই চিরন্তন মনোগত ভাব, ভারত-রাজরাজেশ্বরী উপাধি দ্বারা অদ্য দৃঢ়তররূপে যথারীতিতে বাহ্যে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমতীর প্রজার প্রতি যে মমতা ও তাহাদের কল্যাণ সাধনে যে যত্নাতিশয় তাহা এই ঘোষণা পত্র ও তদানুসঙ্গী উৎসব-ক্রিয়া জন সমাজে বিশিষ্টরূপে প্রচারিত করিতেছি। আর ভারতবর্ষীয় রাজরাজির ও প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তির প্রতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাহাও এতদ্দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

ইং ১৮৫৮ শকে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন কার্য্য স্বয়ং পরিগ্রহণ করিয়া যে সময়ে স্বীয় উচ্চতর অভিপ্রায়জ্ঞাপক দয়া ও প্রীতি-বচন-পুর্ণ বিখ্যাত ঘোষণা পত্র প্রচার করেন সে সময়াবধি অষ্টাদশ বৎসর বিগত হইয়াছে। সেই ঘোষণা পত্রে যে সকল অঙ্গীকার ও আশ্বাসবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অদ্যকার ঘোষণা দ্বারা নিরবশেষে দৃঢ়তররূপে স্থিরীকৃত হইল এবং এতদ্দেশের অধিপতিগণ ও প্রজাবর্গের শুভ সাধনের পক্ষে শ্রীমন্মহারাজ্ঞীর যেরূপ যত্ন তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইল। আর, যে সময়ে শ্রীমন্মহারাজ কুমার শ্রীযুত ডিউক অব এডিনবরা এদেশে শুভাগমন করেন এবং তৎপরে শ্রীশ্রীমান যুবরাজ প্রিন্স অব ওএলস্ যে সময়ে স্বীয় সন্দর্শন দান দ্বারা ভারতবর্ষের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন সে সময়ে এতদ্দেশীয় জন সমূহ কর্ত্তৃক যে ঐকান্তিক রাজ ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা শ্রীশ্রীমতীর সমধিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবারও এই উপলক্ষ।

শ্রীমন্মহারাজ্ঞীর তথা তাঁহার অমাত্যবর্গের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের নিজ ইষ্ট সাধন ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটে সমস্ত ন্যস্ত হইয়া তাহাদিগের রাজ ভক্তি আরও দৃঢ়ীভূত হয়। এবং প্রজাদিগের মনে ইহাও নিশ্চয় অবধারিত থাকে যে যদিও মহারাজ্ঞী ইচ্ছাক্রমে সকলকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে সক্ষম তথাপি তিনি প্রজার স্নেহ ও সদিচ্ছা লাভ করিয়া তদবলম্বনে রাজ্য শাসন করেন, এবং তদীয় রাজ রাজেশ্বরীপদ মিলিত সাম্রাজ্যের প্রজা মণ্ডলের অনুরাগে ভূষিত হয় এই তাঁহার অভিপ্রায়।

ঐ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীমতীর অমাত্য মণ্ডলীর সর্ব্বদাই এই মত থাকিবে যে সাধ্যমতে ভারতবর্ষীয় জন সমাজের কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এই নিয়মে রাজকর্ম্ম-চারিদিগের সহযোগী করিয়া দেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেই নির্ব্বিশেষে আপনাপন বিদ্যা, ক্ষমতা ও বিশুদ্ধ ব্যবহারিতা অনুসারে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন।

এই শুভ দিনে উৎসব ক্রিয়া সমাধানার্থে যে যে মহোদয়গণ সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকটেই মান্যতম শ্রীলশ্রীযুক্ত বাইসরয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

সভাস্থ-ব্যক্তিগণ মধ্যে কতিপয় মহাত্মা যাঁহারা রাজভক্তি দ্বারা বা মাজিষ্টরী বা অপর কোন বিশিষ্ট কার্য্য করিয়া অথবা সামাজিক সৌজন্যগুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্প্রতি রাজ-প্রসাদরূপ কোন এক একটি চিহ্ন প্রদত্ত হইবে।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাইসরয়ের প্রত্যাশা এই যে সম্মানিত ব্যক্তিগণ এই মহতী ক্রিয়ার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপে প্রাপ্ত অভিজ্ঞান পুরুষানুক্রমে বংশে যত্ন সহকারে রক্ষা করেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী যখন ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজে হস্তে গ্রহণ করেন তখন তিনি ভারতবর্ষ বাসীর প্রতি এইরূপ স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে ক্রমে রাজ্যশাসনভার এদেশীয়দের হস্তে অর্পণ করিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞা কত দূর রক্ষা করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারিনা। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ভাবে বিক্টোরিয়ার অধীনে ন্যস্ত হইয়া উপকৃত হয় নাই প্রত্যুত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে রক্ষিত হইলে এখন যে সমুদায় অত্যাচার হইতেছে তাহার অধিকাংশের প্রতি পার্লিয়েমেণ্ট দৃষ্টি পাত করিতেন। তাহা হইলে হয়ত দেশীয় লোককে মনক্ষুণ্ণ করিয়া লর্ড নর্থব্রুক মলহর রাওকে পদচ্যুত করিতে পারিবেননা, মুর্শিদাবাদের নবাব ভিখারী হইতেন না, যোধপুরের রাজাকে লর্ড মেও অপমান করিতে পারিতেন না এবং ষ্টিফেন সাহেব আমাদের স্কন্ধে কঠোর ফৌজদারি আইন নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেননা। সুতরাং আমাদের এম্প্রেসের বর্ত্তমান স্নেহ মমতা পূর্ণ প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমাদের হৃদয় তত উল্লসিত হইতেছেনা। আমাদের উল্লাস না হইবার আর কারণ আছে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে কুইন বিক্টোরিয়া এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ কালে আমাদের অবস্থার প্রতি কিছু কটাক্ষ পাত করিবেন। কিন্তু গত সোমবারে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রকৃত কাচমালা দিয়াই ভুলাইলেন। তবে আমরা একটী বিষয়ে কতক আশ্বাসিত হইয়াছি। প্রিন্স অব ওয়েলসের এখানে আসাতে ইংলণ্ডের রাজবংশের উপর এদেশীয়দের ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। প্রিন্সও তাহার মমতা ও অনুগ্রহের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রিন্সের জননী ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী হইলেন। তাঁহার দয়ার শরীর, তাঁহার সঙ্গে আমাদের এখন অতি নৈকট্য সম্বন্ধ হইল। তিনি বোধ হইয় আমাদের প্রতি প্রকৃত নির্দ্দয় হইবেননা।

দিল্লীর দরবার।

দিল্লির দরবার নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। এরূপ ব্যাপার ভারতবর্ষে পাণ্ডবেরা একবার সম্পন্ন করেন এবং ইংরাজেরা এই দ্বিতীয় বার ইহার অনুষ্ঠান করিলেন। যুধিষ্ঠির কেবল ইন্দ্রপ্রস্থে এই যজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু ইংরাজ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কেবল দিল্লিতে হয় নাই উহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কেবল দিল্লিতে যে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছেন তাহারাই এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়ার নাম উচ্চারণ করিয়া আনন্দ ধ্বনি করেন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের কোটী কোটী লোক এই উৎসবে যোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হয় যখন যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞের আয়োজন করেন তখন ভারতবর্ষ বাসীরা অপেক্ষাকৃত রাজভক্ত ছিল, অথবা স্বদেশীয় রাজার উপর যেরূপ অনুরাগ জন্মে বিদেশীয় রাজার উপর সেরূপ অনুরাগ কোনরূপে উৎপন্ন হয় না, অথবা পাণ্ডবেরা যে যজ্ঞের আয়োজন করেন তাহাতে ইহা অপেক্ষা অনেক ধুমধাম হয় কি আমরা কঠোর শাসনে জীবন শূন্য ও ধন শূন্য হইয়া উল্লাস করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যে জন্যেই হউক বর্ত্তমান অনুষ্ঠিত যজ্ঞে রাজ পুরুষেরা যত যত্নই করুন ইহাতে দেশীয় লোকের তত উল্লাস হয় নাই। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের কথা এখন পাঠ করিতে করিতে আনন্দে শরীর পূর্ণ হয়, মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কিন্তু বর্ত্তমান অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দেখিয়াও অনেকের হৃদয় আনন্দে কি উৎসাহে উচ্ছসিত হয় নাই এবং বোধ হয় এই অদ্ভুত ঘটনাটীর কথা অতি অল্প কালের মধ্যে আমাদের মন [illegible]তে বিলুপ্ত হইবে।

২৩এ ডিসেম্বরে লর্ড লিটন দিল্লিতে উপস্থিত হন। তাহাকে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত অদ্ভুত আয়োজন হয়। শত শত মণি মাণিক্য খচিত হস্তী যুথ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল, হস্তি পৃষ্ঠে শত শত লোক নানা রূপ বেশ ভুষা করিয়া লর্ড লিটনকে সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর হইলেন, অশ্বারোহী পদাতি প্রভৃতি সুসজ্জ হইয়া চলিল। সে আড়ম্বর দেখিয়া মৃত দিল্লি নগর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। অভ্যাগত যাত্রীরা বা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন হস্তী অশ্ব পদাতিতে তিন মাইল পথ সমাচ্ছন্ন হইল। লোকে ভাবিল যে লর্ড লিটন যখন আগমন করিবেন তখন আনন্দ উল্লাস দ্বারা গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু লর্ড লিটন যাই রেলওয়ে শকট হইতে অবতরণ করিলেন আর লোকের উৎসাহ ও উদ্যমে যেন কে শীতল বারি সিঞ্চন করিল। লোক পূর্ব্বে যে উৎসব সহকারে গমন করে তাহার প্রতিঘাত উপস্থিত হইল। লর্ড লিটন হাস্য মুখে শকট হইতে অবতরণ করেন। তাহার মুখ শ্রীতে দয়া ধর্ম্ম স্নেহ দেদীপ্যমান ছিল। লর্ড লিটন ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে এক রূপ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া তাহার উপর লোকের আরো ভক্তি ও স্নেহের বৃদ্ধি হইল, তাঁহার হাস্য মুখে লোকে শান্তির ছায়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু তথাচ কেহ উৎসাহ সহকারে আনন্দ ধ্বনি করিতে পারিল না, কি সে যেন অবসন্ন করিয়া ফেলিল। রাজ পুরুষদিগের বিবেচনার ত্রুটীতে এই অসুখকর ভাবের আরো বৃদ্ধি হয়। যদিচ ইংরাজেরা এখন অখণ্ড প্রতাপের সঙ্গে রাজ্য করিতেছেন তথাচ দিল্লী নগরটী মুসলমানদিগের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। এখানে উপস্থিত হইলে মনুষ্য মাত্রেই অন্ততঃ ক্ষণ কালের তরে ইংরাজদিগের প্রতাপ ঐশ্বর্য্য, সুশাসন প্রভৃতি বিস্মৃত হন। তখন তাহারা মুসলমান বাদসাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য, দোর্দ্দণ্ড শাসন, তাহাদের গুণগ্রাহিতা, তাহাদের মহত্ত্ব উদারতা প্রভৃতি নানা মহৎ গুণে মন আচ্ছন্ন করে এবং এই সমারোহ দ্বারা রাজ পুরুষেরা মুসলমানদিগের হৃদয়ে আঘাত দেন। জুম্মা মসজিদ মুসলমানদিগের অর্চনার স্থান। এখানে তাহারা জুতা পায়ে গমন করেন না। গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে২ সমাগত রাজগণ ভিন্ন আর কেহ নগর মধ্যে প্রবেশ করেন না সমাগত অন্যান্য ভদ্র লোকেরা যাহাতে এই মিছিল দর্শন করিতে পারেন সেই জন্য তাঁহাদের আসন জুম্মা মসজিদে দেওয়া হয়। ইহাতে মুসলমান মাত্রেই মনোবেদনা পাইয়াছেন এবং মুসলমানদিগের সঙ্গে অনেক হিন্দুও মনে কষ্ট পাইয়াছেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণর জেনারেলের সমভিব্যাহারে আগমন করেন তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার কেবল এক জন ছিলেন। শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজ বংশীয় রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে মণি মাণিক্যে খচিত হইয়া অপূর্ব্ব হস্তির উপর আরোহণ করিয়া লর্ড লিটনকে আহ্বান করিতে গমন করেন।

কেবল দিল্লীতে লোকে এই রূপ অনুৎসাহ ও অনুল্লাস প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতা দরবারেও লোকে এত বিরক্ত হয় যে পাছে রাজ ভক্তির ত্রুটী হয় এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দরবারে উপস্থিত ছিলেন। যদি দরবার পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিবে কোন রূপ রাজ ভক্তির ত্রুটী না হইত তাহা হইলে হয়ত কেবল বকলাণ্ড সাহেবের তাহার জন কয়েক পরিচারকে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবারের অনুষ্ঠান সমাধা করিতে হইত।

দিল্লি দরবারে কেবল দুইটী বৃহৎ অনুষ্ঠান হয়, প্রথম লর্ড লিটনের দিল্লিতে আগমন। দ্বিতীয় ঘোষণা প্রচার। ঘোষণা প্রচারের বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। লর্ড লিটন দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম কয়েক দিন উপস্থিত রাজাদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। ২৯এ ডিসেম্বরে গবর্ণর জেনারেল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণরকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। শনিবারের রাত্রে তিনি সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করেন। সোমবারের রাত্রে গবর্ণর লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবং অন্যান্য প্রধান২ রাজপুরুষদিগকে গবর্ণর জেনারেল ভোজ দেন। মঙ্গলবারে ঘোড় দৌড় হয়, গবর্ণর জেনারল সমারোহ পূর্ব্বক ঘোড় দৌড় দেখিতে গমন করেন। রাত্রে গবর্ণর জেনারেল বোম্বাইর গবর্ণরের আহারের নিমন্ত্রণ করেন। তৎপরে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে দেখা করেন। বুধবারে মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি হয়, রাত্রে গবর্ণর জেনারেল মান্দ্রাজ গবর্ণরকে নিমন্ত্রণ করেন। তৎপরে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বৃহস্পতিবারে যাহরা বন্দুকের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য ক্রীড়াতে যোগ্যতা দর্শন করিবে তাহাদিগকে লেডী লিটন পুরষ্কার প্রদান করিবেন। বৃহস্পতিবারের রাত্রে বাজি পোড়ান হইবে শুক্রবারে দিল্লীতে যত সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের রিভিউ হইবে। রাত্রে গবর্ণর জেনারেল দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিবেন। এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া পদ গ্রহণ উপলক্ষে যে সমুদয় অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইবে তাহা তিনি বুধবারে গ্রহণ করিবেন।

দরবারোপলক্ষে নিম্ন লিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গণ নিম্ন লিখিত উপাধি সকল প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—

মহারাজা—রাজা রমানাথ ঠাকুর, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায়, পাটনার রাজা মহিপৎ সিং, কিওঞ্জর ও ময়ুরভঞ্জের রাজা দ্বয়, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ।

মহারাণী—শেয়ারশোলের রাণী হরসুন্দরী মানভূমের রাণী হিঙ্গন কুমারী, পুঁটীয়ার রাণী শরৎ সুন্দরী।

রাজা বাহাদুর—শেয়ারশোলের রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া, রাজা হর বল্লভ সিং, রাজসাহীর রাজা হরনাথ চৌধুরী এবং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

রাজা—দিগম্বর মিত্র, কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, ময়মান সিংহের হরিশচন্দ্র চৌধুরী, দিনাজপুরের ক্ষেত্রমোহন সিংহ, শ্যামানন্দ দে, এবং ডেওতার শ্যামাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

রায় বাহাদুর—কাশীম বাজারের অন্নদাপ্রসাদ রায়, লালা বদরী দাস, বৈদ্যনাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস পাল, বালেশ্বরের নিমাইচরণ বসু, চট্টগ্রামের গোলক চন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাপ্রসাদ সিংহ, গোপালমোহন সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, চৌধুরী রুদ্রপ্রসাদ, বাঁকুড়ার রাধা

AMRITA BAZAR PATRIKA

LCUTTA, THURSDAY JANUARY 4. 1877.

Tardy though yet scanty justice has at last been done to Rajah Komulkrishna Bahadoor one of the natural leaders of the country.

—ooo—

The Gazette extraordinary dated 22nd contains a report of the Assemblage proclamation and the Viceroy's speech. The Viceroy's salute is made 31.

—ooo—

We regret we have no space this week to notice the Calcutta Durbar in detail. We may have something to say on the subject in our next. The Durbar was a ridiculous affair altogether, and the gentlemen invited were in a very comfortable position indeed without an awning to protect them from the scorching heat of a mid-day burning sun.

—ooo—

A special telegram dated the 2nd January informs us that the following gentlemen of Bengal have been honored with titles at the Imperial Assemblage at Delhie :—"Norendrakrishna, Romanath, Jotindra Mohun, Jogendranath of Natore, Rajkrishna of Soosung, and the Rajah of Keonjore made Moharajahs ; Sarutsoondari, Horosoondery of Searsole, Pingunkumari of Pandra made Moharanis ; Komulkrishna, Digumbor Mittra, Hurrish Chander Chowdry of Mymensing, Shamsanker of Teota made Rajahs ; Annadapersad Roy, Ramsanker Sen, Kristodass Pal, Rajendralal Mittra, Soorjakant Acharjaee Choudry made Roy Bahadoors."

—oo—

In commemoration of the great event of the year, a new Council entitled 'the Council of the Empress' has been established for India. This Council includes the Governors of Madras and Bombay, the Lieutenant Governors of Bengal, N. W. P, and the Punjab, the Commander-in-Chief and the members of the Viceroys' Council being all ex-officios. Amongst the native princes, the Maharaja of Cashmere, Holkar, Scindia, Bundi, Jeypore, Jhind, Rampur and Travancore have been made Councillors of the Empress. The functions of this Council are not yet definitely known, but it may resemble something like the Privy Council of the British Empire. Her Imperial Majesty, it is believed, might consult the members of this Council on matters pertaining to the interests of Her Indian Empire.

—ooo—

The following alarming telegram dated Constantinople 2nd January is published in the Dailies :—"The situation has become graver since yesterday. The Porte has submitted individually to the Envoys counter proposals. The Envoys have since met and General Ignatieff announced that Russia had decided to maintain the original programme. A conference met afterwards and Lord Salisbury announced a resolution to the Turkish delegates who declined to discuss the question of a mixed international commission protected by local gendarmes, or an extension of the Servian frontier. The Envoys asked if the refusal of Turkey to submit was absolute. The Turkish delegates promised to refer again to the Porte and an answer was finally promised on Thursday."

—ooo—

The following was the substance of His Excellency the Viceroy's address at the Assemblage. He first referred to the Queen's Proclamation of the 1st November 1858, conveying to the Princes and peoples of India her assurances of good-will. During the past eighteen years progressive prosperity fully confirmed them, the Princes and peoples having found full security. The Viceroy then explained the reasons for the Queen's assumption of the title of Empress of India, which is to be a symbol of union of the empire with the interests of the Princes and peoples of India, and its claim on their loyal allegiance, the strong hand of Imperial power being a guarantee that all the subjects of Her Majesty may peacefully enjoy their own.

—ooo—

A correspondent writes :—

"The Khelatees are the lions of the camp, and are unmistakable barbarians. When they arrived at the station they seized all the vehicles, and listened to no expostulations when in Camp. Each of the Sirdars wanted the Khan's tent, or one as big as that. At the Mess last night they pocketed all the forks and spoons except two. They eat out of dishes, their fingers being very unmanageable. They disregard the sanitary arrangements, and thrash the police for interfering. The Khan, being delighted at the large tent, said he would take it and the furniture to Khelat. Major Bradford hinted that it was for His Highness's use at Delhi only. The Khan said that it was so good that he would take it to Khelat. The Sirdars seem to regard the tents as their own, and will doubtless pack up everything."

—ooo—

The Imperial Assemblage on the first of January was a grand affair. In a semi-circle fronting the Viceroy's throne were gathered the Ruling Chiefs and the high officers of Government. In the rear of the Viceroy's throne were grouped various Ambassadors, Envoys, Deputations of Foreign States, and Foreign Consuls. Sixty-three ruling chiefs were present. To the south of the Assemblage troops of all arms were drawn up, and numbered upwards of 15,000. The Viceroy arrived precisely at noon. On being seated on the throne, the proclamation of the assumption of the Imperial Title was read both in English and Urdoo. After reading the Proclamation the Royal Standard was hoisted, a salute of 101 salvoes of artillery and a *feu de joi* was fired by the troops and the massed bands of various regiments played the national Anthem. The Viceroy then addressed the Assemblage and declared it dissolved.

—oo—

The following is a memorendum of the honors awarded to the Princes and the Chiefs of India :—Maharajahs Cashmere and Scindia are made Honorary Generals in the British Army. The salutes of Cashmere, Holker, Oodoypoor, Scindia and Travancore have been increased to 21 guns during their life time. Jyepore has got back his salute of 17 guns which was reduced during his father's time. Two more guns have been also given him for life. Rampore's salute increased from 13 to 15 guns, and that of the Thakoors of Bhownuggur, Drungdra, Joonaghur and Nownuggur from 11 to 15 guns. The salute of the Nawab of Tonk reduced from 17 to 11 guns in his father's life time is restored to him. Several Kattyar Chiefs have got life salutes of 9 guns and so has also Bulrampore. The Moharajah of Cashmere has obtained the tittle of the "Shield of the British Empire." The title of "Imperial Grand Chamberlain" has been conferred on the Nizam of Hydrabad who will accordingly be addressed in future as His Royal Highness.

—ooo—

The followingis from a correspondent at Delhi :—

Dear Sir,—I came to Delhi not as a Government guest but with a view to see sights and make some money if possible. It did not occur to me there in Calcutta, that the sights are not for us poor natives, and as for sight seeing I might have as well gone to see the Chetla or Howra hauts, for, save a vast concourse of people and the tops of tents, which look like so many grave stones from a distance, I find nothing here, which a poor native like me can enjoy. The fact is I feel dull, and to while away my time, I write you these few lines.

The great Assemblage is not for Bengallies, for, with the exception of Raja Norenda Krisna, none from Bengal was invited by the Indian Government. Of course there was the Raja of Burdwan, but he has not come, nor does he consider himself a Bengallee. The others who were invited were by the Government of Bengal. Some of these were verbally invited by the Lieutenant-Governor at the last moment, indeed these invitations were extorted from him. But these were no invitations properly so-called. The Lieutenant Governor is himself a guest and is nobody here, and the gentlemen he invited felt that their position at the Assemblage would be something like the *rabahuta* Brahmins in a *sradh* ceremony. It is therefore that some of them declined to come.

A great many members of the Press from all parts of India were invited. The names of some of these Papers I never heard before, and the names of some of them are unpronounciable. From Bengal the *Hindoo Patriot* and the *Patrika* were invited as papers of national importance, the *Mirror* and the *Urdoo Guide* as organs of the Bramhos and Mahomedans respectively, as also some Provincial papers. Very few of the editors have however bodily responded to the call of the Government. Even the *Dacca Prokas* has sent a Representative.

Baboo Keshava Chandra Sen is here and is busy to make his presence felt. He purposes to give a speech and I dare say a great many Englishmen will come to hear the great orator. But he was not invited and a man like him to come un-invited was I think an ill-advised step. I just now hear that Scindia has been insulted somehow or other and that Lord Lytton is trying to pacify him. Poor Scindia ! if this is a fact, he will rue the day when he thought fit to give vent to his anger. The revenge of an Englishman, though slow, is sure and the government will never forget a *Ruling Chief* in India, who has yet the passion and pride of ordinary humanity.

—ooo—

From another correspondent at Delhie :—

I shall try to give a pretty fair account of the manner in which Ruling Chiefs were received by His Excellency the Viceroy. They were received in a large six-poled tent pitched in front of the Flag Staff Tower where in May 1857 the European residents had taken refuge and defended themselves with desperate valour. I believe the Viceregal tent was placed there on purpose. The floor of the reception tent was covered with rich carpets. The Governor Generales throne was placed on a *dais* covered with a cloth of gold. Over-hanging the throne was a magnificient picture of Her Imperial Majesty the Empress of India. Though the sun was shining with all his splendour without, a pair of chandeliers was burning hither. In front of the *dais* were placed two rows of chairs with a space between them covered with a red cloth. At the head of the right row was placed a state chair for the chiefs received. We as representatives of press were allowed to take our seats behind either of the rows. The booming of guns and the playing of bands announced the arrival of a chief and he was received at the entrance by the Foreign Secretary and other officers who conducted him through a large tent which served the purpose of an ante-chamber to the tent where the Viceroy was seated. As the chief entered this tent, the Viceroy came down and advanced a few steps to meet him. He was then conducted by the Viceroy to the state chair reserved for him. To the left of the chief were seated his nearest relatives if any, the political resident and other attendants. The left row of chairs was occupied by the Viceregal staff. After the interchange of a few appropriate complimentary words the Viceroy asked the political resident to introduce the chief's attendants to him. Each person as he was introduced presented *nuzzur* to the Viceroy who simply touched it, and the person took it back. By the bye I may tell you here that all the chiefs, with the exception of a few who were exempted from the payment, presented nuzzur to the Viceroy which was similarly touched and returned. After the introduction was over a banner surmounted with the crown of England and on which was emblazoned the armorial bearings of the chief was brought in front of the *dais*. The Viceroy walked np to it, and presented it to the chief who followed him in the name of the Queen of England. His Excellency while presenting it expressed a hope that the chief would continue to be loyal to the throne of England, that in future years the banner would recall to his mind the distinguished honor conferred on him by the Queen of England on this Imperial occasion. A gold medal was then tied round the neck of the chief by the Viceroy himself. On one side of it was stamped the profile of the Queen with the words, "Victoria 1st January 1877." and on the reverse was written *Kaisre Hind* in Persian, Empress of India in English, and *Hindka kaiser* in Hindi. If any title or other honor had to be conferred on him it was conferred there and then. The Viceroy conducted the chief back to his seat and gave him *utter* and *pan* with his own hand. The under secretary of foreign affairs gave *atter* and *pan* to the attendants of the chief and then the chief was led out of the reception tent. As he mounted his carriage another salute was fired to announce his departure.

I was present when the Maharajahs of Oorcha, Rewah, Gwaliar and Indore and the Begum of Bhopal were received. Rewah, I am sorry to say, conducted himself rather foolishly. At every word that was said to him and every word he had to say, he joined his hands like a common peon. His attempt to speak English was ridiculous. He returned most absurd answers to one of the questions of the Viceroy. Holkar spoke very little and Scindiah did not utter a single word. Lord Lytton asked the Begum of Bhoapl to take off her veil and allow him to see her face. The Begum refused and said that as she was married she could not appear before public with her veil off.

The Khan of Khelat was received with great *eclat* on the 29th. He made a present of 4 camels, 4 horses and 4 pieces of *kinkhap*, to the British Govt. and in return received a lot of very valuable presents. The whole space in front of the Dais was covered with the presents he received. Among other things he received an elephant surrounded with a costly howodah, a shirpach kulka of great value, a sword, a watch and chain and a number of Silver Vessels, &c. Besides these the attendants of the Khan received another array of presents which must have dazzled the eyes of the Pathans.

I shall now give an account of the person who received such great honors from the British Government. I in company with 2 or 3 friends went to see him on the day he arrived here. His tent was furnished in a style that would become a distinguished guest of the Viceroy. But the Khan leaving the tent and the cushioned seats, was seated in an open space with a large number of his attendeuts squatting upon the ground in a semicirle before him. A fire was kindled in the middle, and the Khan was engaged in conversation with his attendants. We were introduced to him by two officers. Unfortunately I was in front of them and had some knowledge of Urdu. I bowed to him and said we came to pay our respects to him. He vacantly gazed at us for sometime and then said "*Dekhnako Aya, Bhala Kărka Dekho*" (you have come to see me, well see to your heart's content) and without taking any further notice of us began to talk to his attendants. I was a little disconcerted and did not know how to proceed with the Khan. After two or three minutes he seemed to recollect us and asked my name. On hearing my name, he appeared very much amused and held a long conversation with his attendants about me. He then again forgot all about us and we were consequently anxious to get away. I sought the earliest opportunity to tell him that we wanted permission to leave him, and he said simply "Go." I am curious to learn how the Khan behaved himself towards the Viceroy.

—ooo—

HOW TO UNITE THE TWO RACES :—The people of India are in various ways expressing their loyalty to Her Majesty the Queen. Undoubtedly this expression of reverence and good feeling towards Her August Majesty is not without sincerity. The people of India have an instinctive regard for the sovereign who rules over them. But we fear that that feeling is directed more to the person of the sovereign than towards every thing connected with, and done in her name. Thus unfortunately the loyalty of the Indian population is not inconsistent with their dislike of many things which characterize the English in India. In short side by side with the tree of loyalty there grows the tree of race antagonism. It is useless to deny the existence of the mutual feeling of dislike between the Indians and the Auglo-Indians, a fact which is unfortunately too true.

How may this feeling of antagonism be removed? This question has occupied the thought of many a good Englishman and many a good native. Some of them think that the cause of the wide gulf should be searched for in direction of things social. That the natives feel lukewarm towards Englishmen because the latter do not invite them to their domestic and social circles and entertainments. Thus thinks our ex Chief Justice Sir Mordaunt Wells. He traces the evil to the circumstance of natives not being invited to the state balls. We fear inviting to balls and dances can but little affect the evil complained of. True it is that the Brahmins, Khetriyas and Vaisyas probably originally three distinct races rather than three classes of the same race, were fused into one great nation by a common religion and a common social code. True it is, that religion and social manners were the cement uniting the Khetriya Kings with the Brahmin and Vaisya subjects. But the bond of union at the present time is something different. It is a similarity of political status which now serves to bind together the divers tribes and communities of India. And it is political privileges and franchises only that can unite in heart the English and the Indian.

Social union between the Anglo-Saxon and the Hindoos and Mussulmans is simply impossible. Nor is that to be deplored. God has ordained social and national dissimilarities to exist no less than individual dissimilarities. It it is a blessing that individuals differ, equally is it a blessing that nations differ. As individuals must each have his own way of improvement and progress so must have nations. As it is degradation and sin for an individual to surrender all his tendencies and inclinations without discrimination for imitating those of another, no less is it a sin to surrender all national peculiarities, associations and habits, being the outcome of natural selection and sifted wisdom and providence. Therefore we have an unfeigned condemnation for those natives—fortunately their number is very small—who think that the *summum bonum* of an educated Hindoo or Mahomedan's existence should be the imitation of every thing English. Those England-going natives

who not only seek social union but a thorough fusion with the English are thus justly condemnable and are justly condemned by the nation. If their views were carried out this old Aryan race, once great and noble, would become another nation of pentalooned negroes. This being not desirable the Indian society and the English society should and must present glaring contrasts in many things. Take for instance the matter of balls and dances to which Sir Mordant Wells alludes. To a native the dancing of men and women together is extremely barbarous. He considers such sorts of things as appropriate to that social state in which the dhangors and boonahs are men who are actually found indulging in this kind of amusement. How could then a native gentleman feel his heart a degree nearer to the Englishman's being invited to this or any other form of entertainment repugnant to the feelings of the natives?

The next thing that is thought of as affecting the sympathy between the two races is the personal conduct and behaviour of the English towards the people. The rough, insulting and often brutal and cruel conduct of many of the ruling race notoriously tends to alienate the minds of the Indians. But yet that only adds salt to the wound, the wound itself being due to some other cause. The real and substantial reason why the Indians do not feel friendly towards the English is the unequal political status of the two. And so long as the natives are not allowed to share in the administration of the country on equal and impartial terms with the English—so long lukewarmness and jealousy would be the result. The Fuller minute, the Meares and the Fenua cases have told on the nation very favourably and inspired it with hopes of just administration of the law, yet until the Civil Service is thrown open to the natives on terms of equal advantage and until the Legislative Councils are made elective at least in part, the fountain head of all the discontent and disaffection, that supplies the stream of antipathy, will continue to exist. Look how solitary cases of honor done to native gentlemen pleasingly impress the nation. A single native High Court Judge popularizes the whole of that Tribunal. The newly introduced elective principle in the constitution of the Calcutta Municipality tended to result in something like the cultivation of good feelings between the governed and the governor more than any amount of external courtesy or invitation. What a potent power then it will be to draw the two races together in friendly union if the civil service examination is held in India and due importance be attached to the oriental classics and the native languages, and if the non-official members of the Legislatures be returnable by election by the people! In fact it is in this direction alone that the remedy for the race antagonism must be sought. And the remedy lies entirely in the hands of the Government. The great Darbar at Delhi, promising as it does to give certain privileges to the people, however unimportant and limited, will certainly draw the ties of sympathy one degree closer than before. The very rumours of the intention of the Government to appoint some native gentlemen to district Judgeships and District Magistracies have tended to narrow the gulf of separation more than anything else. It is certainly a good thing for European gentlemen to mix socially with the natives on amicable and friendly terms, but that hardly will touch the true cause of the antagonism. Gentle conduct and human behaviour on the part of Europeans, such as the admirable and noble minute by Lord Lytton insists on, will certainly go some way to remove bitterness of feeling, but that even cannot be a substantial remedy falling far short of what is wanted *viz* political amelioration of the people.

In the Mahomedan times there was no social union between the Moslem and the Hindoo. In fact the two nations far from approaching each other in social union daily diverged from each other in manners and customs, the Hindoos resolving to do in practical daily life the reverse of what a Mussulman would do. If a Mahamedan would take his rice on the upper surface of the plantain leaf the Hindoo would take it on the reverse side. To such an extent they carried their antagonism in matters social. But yet in the subsequent period of Mahomedan rule the Hindoos and Mussulmans felt themselves as brothers. They joined in war, joined in peace and felt at home with each other. How this was, evidently because the two nations had the same political status and the same political privileges. The high posts of Government were shared by both, the voice of each was equally listened to. Even in resistance and repulsion Hindoos and Mahomedans were allies. How the Pathans and some Hindoo Zemindars joined in resisting the Mogul army! And yet the Pathans and the Hindoo Zemindars were socially so asunder. This proves conclusively our proposition, 'If you want to unite the two races, place them on an equal forting as regards political status and privileges.'

———ooo———

THE IMPERIAL ASSEMBLAGE:—Before the ink with which these lines are written is dry, the Delhi pageant which is now the all-absorbing topic of the day will have been nearly over. Never perhaps did such an event occur in India since the dawn of the British rule in this country. It is an event which can alone find a paralell in the great *Rajsuya yajna* of the Pandavas with this difference that, while the latter paid all the expenses of the invited Princes, Chiefs, Nobles, and even ordinary people, and fed and entertained them to their hearts' content, the British Government have not only not paid a single cowree to their Royal guests, but have directly or indirectly made many of them contract debts in order that they might be enabled to pay them homage in a right oriental fashion. There is also another difference. When the *Rajsuya* was performed, "the whole country" to quote the Mahabharat "abounded in plenty and prosperity. There was no famine, no disease, no discontent, or any such thing which could render the people unhappy. From one end of the country to the other, there was peace and happiness." The present condition of India, we need hardly say, has no resemblance to the above, and if cyclones and famines, epidemics and inundations have been the greatest scourge of India since she came into the hands of the English, never did she suffer a greater calamity than the year which has just preceded the grand event in question. The destruction of upwards of nearly three hundreds of thousands of people in the course of a few hours is an event which is unparalelled in the history of the world, and such a catastrophe, it pains us to say, has thrown a gloom over an otherwise happy event of the year. Be that as it may, England can justly be proud of the grand affair which has marked her career in India. She has witnessed a scene which was never dreamt of even by the greatest potentates in the world. Perhaps, at no time, in the history of the world do we find so many crowned heads paying homage at the same time to one great power. England was destined to receive such a homage and well might she bless the day when the Kohinoor was placed on the diadem of her sovereign's crown.

The ceremony of the Imperial Assemblage properly began with the entrance of the Governor-General into Delhi. As previously arranged, he arrived at the Railway station precisely at 2½ P. M. on the 23rd ultimo. A most magnificient reception was given him. Almost all the Chiefs and Princes of India with their retinue were present. The Viceroy then made his public entry into the City of the Moguls. He was followed by a procession which was trully gorgeous, and its brilliance dazzled the eyes of the spectators. Never was perhaps such an imposing state pageant witnessed by the people since the days of the Mogul Emperors. The procession was a continued stream of horses, elephants, carriages and men on foot for three long miles. It was however a remarkable fact that none of the Chiefs or the Princes took part in it. They were almost all of them conspicuous by their absense in the procession. Lord Lytton was of course the observed of all observers. Though he was plainly dressed, the elephant which carried him along was not so. The animal was a patriarch of his tribe and he was gorgeously caprisoned in trappings of gold cloth, proudly bearing in the silver and golden howdah upon his back, Lord and Lady Lytton. The procession continued for hours together, till people got tired of it. One fact was remarked. The Viceroy by the perpetual nodding of his head was visibly anxious for an outburst of loyalty from the assembled crowd in the shape of some cheers, but he was sorely disappointed. The people greeted him not, but gazed on the pageant with a cold and indifferent eye, and though an attempt was made for setting up a cheer, the crowd failed to catch it up, and except few hurrahs from English throats, no other cry reached the attentive ears of the Viceroy. In fact, there was no gush of loyal feelings, no cheering, not even return of the sallams of the Governor-General, and the reception accorded to His Excellency was the coldest of its kind.

The Government guests of lesser note were invited to take their seats in the Jumma Musjid to witness the procession. Never was a greater mistake committed than in selecting this site. The Jumma Musjid is the famous Mosque which was constructed by Shah Jehan, and it is even to this day held as sacred both by the Mahomedans and Hindoos as any religious church in the world. The local Mahomedans daily throng there for worship, and people even from long distances repair thither to say their prayers. Many of the invited Mahomedan and Hindoo gentlemen were seen to leave their shoes behind and proceed to the Musjid bare-footed and with due honor. To convert what was believed to be a Temple of God into a place for sight-seers and to allow men to tread upon it with their shoes on, cannot be too severely condemned. This mistake, which could have been easily avoided, has, we are told, given great offence to many thousands of Mahomedans, and it is for the Government to determine whether, on such an auspicious occasion as this it should have trampled on the religious feelings of so many of Her Majesty's loyal subjects.

The governors of Madras and Bombay also did not take part in the procession, though the staff of both of them were present. The Lieutenant Governors however more than compensated their absence, for they strived hard to make themselves conspicuous on the occasion. The Lieutenant Governor of the Punjab stood first in the list of those few high officials who received the Viceroy on his arrival at the Railway Station, and next to him was the Lieutenant Governor of B and next to him the Lieutenant Governor o N. W. Provinces. The first and the last no salams, but Sir Richard Temple was as co teous as ever, and sallmmed all the way h went in the fashion of Lord Lytton. The only Bengali gentleman who joined the procession on the back of an elephant was Rajah Narendra Krishna Bahadoor, a member of the Sovabazar Raj family, and a member of the Vice-regal Council. The procession was brought to a close a little after five when the fact that it had ended was announced by the booming of the cannons.

The 24th December being the Sunday, Lord Lytton spent the day in Divine Service. The next four days were passed chiefly in receiving visits and returning them. There was nothing new in the reception ceremonial and everything went off as usual. It was however evident that Lord Lytton was particularly careful that the Native Princes did not feel their peculiar position. It was with this view that he did not allow them to take part in the procession, for then the vexed question of precedence would have been a fresh source of heartburning to many. But in spite of his care, there was a screw loose somewhere, and what Lord Lytton was most anxious to avoid, occurred at least in one instance. Before however, we enlighten our readers on this disagreeable affair, it is as well give them some idea of the manner in which some of the Native Princes were received. The receptions as usual are all very formal, the chief parts being cut and dried. "learnt and conned by rote" as a contemporary says. His Excell cy either remains seated or rises; remains on the dais, or advances a specified distance to meet the advancing chief, according to his position or importance. The most favored are met at the edge of the carpet. His Excellency shakes them by the hand, and they are conducted to the chair on the right, all standing until the Viceroy takes his seat and rising when he rises. His Excellency then enters into conversation, either direct, or through the officer in charge of the political agency to which they belong. The conversation is not of an important so much as of a complimentary nature; and Lord Lytton on several occasions showed himself no mean adept in the art of paying or returning compliments.

Amongst the minor Chiefs received were the Moharajas of Benares and Bularampore,, both of them being the late members of the Vice-regal Council. They were the special guests of Lord Lytton, and got their tents in the Viceroy's Camp. The Moharajah of Benaras was received on arrival by some of the officers of the staff and was conducted into the Durbar Tent where sat His Excellency. After the usual compliments were exchanged on both sides, His Excellency placed upon the neck of the Moharaja, a gold medal commemorative of the occasion. Bulrampore came next without any salute, and was received otherwise in much the same manner. In consideration of his services to the British Government, His Excellency was Commissioned by Her Majesty to present him with a silver medal and allow him the privilege of a salute of 9 guns. So though the Moharaja of Bulrampore came without a salute, his ear was for the first time cheered with one as he left the tent. The other minor Chiefs were received in the same fashion, and were presented either with gold or a silver medal. Of the greater Chiefs who were received by the Viceroy, there was special interest in the Gaekwar of Baroda, who came in a golden and silver carriage. The present Gaekwar is a *protege* of the British Government and was evidently treated so by Lord Lytton. In presenting a banner to the Gaekwar, His Excellency impressed upon him the importance of ever regarding it as an emblem of the empire and of his obligations towards it. A gold medal was also presented, and placed round his neck by the Viceroy. Then were received the Moharaja of Mysore, the Moharajah of Cashmere, the Moharajah of Bhurtpore, the Begum of Bhoopal and the Moharajah Holkar, and after more or less complimentary exchage, the banner scene was repeated, and the gold medals presented. The Begum of Bhoopal occupied our gallant Viceroy's time more than any one else. She was clad in her native dress, having on something like a *saree* over her body and shoulders. Her face was covered by a small veil through which it could not be seen. She was met at the entrance of the Durbar tent by His Excellency and was conducted by him to the seat on the righ She was quite self-possessed and spoke in a and very audible voice. She speaks Engl but she chose to speak on this occasion in her native tongue. The Viceroy kept up an interesting conversation with Her Highness, and was so pleased with the Begum that he expressed regret in being deprived of the happiness of looking upon her face. Her Highness was however not much inclined to gratify his Excellency and so Lord Lytton was not destined to enjoy a pleasure which, for ought we know, would have perhaps filled the c of his happiness to the brim.

We have already referred to a diagreeable and it remains now only to be describe Moharajah of Scindia while he had proc

pay his visit to the Viceroy in order to go through the reception ceremony had been kept waiting for sometime outside the camp. This was no doubt an insult to his person, and he is said to have resented it deeply. On arriving at the tent, the blandishments of the Foreign Secretary, or of the Political Agent, had no effect upon him. He failed not to exhibit from first to the last that he was greatly wronged, and all the efforts of Lord Lytton to mollify him were unavailing. As a special correspondent says :—

"As soon as he (Scindia) was seated, the Viceroy addressed him kindly, commenting upon various matters that were considered most likely to interest him and engage his attention. His Excellency was commissioned by the Prince of Wales to convey to His Highness the lively recollection of the splendid reception accorded to His Royal Highness by His Highness, and the pleasure which even the recollection afforded to him. Not a muscle of the face of the Maharajah moved. His Excellency had infinite pleasnre in making His Highness's acquaintance, which would be one of the happiest events of his life ; but that the occasion was somewhat dimmed owing to the fact that he had not had an opportunity of seeing His Highness's troops. It was acknowledged that the army of Gwalior was the finest army in India, and did infinite credit to the able prince whom they served, and who was known to take great interest in military matters, and to be an accomplished soldier. In recognition of this, and of the faithful service he had rendered in times past, His Excellency had been commissioned by Her Majesty the Empress to inform His Highness that he would be made a general of the British Army. Even this, which is supposed to be the pet hobby of the Maharajah, failed to move him ; he remained as stolid as a mask. Again he was informed that he was, or would be created, a member of the Imperial Council about to be instituted, by or through which Her Majesty might consult the great chiefs on matters pertaining to the interests of the empire. There seemed nothing in this to move him to smile or express any feeling whatever. The banner was presented and also the medal. Lord Lytton informed him also that it was fitting that such a commander, being also a general of the British army, should be appropriately mounted ; he had accordingly the pleasure of presenting to His Highness a horse fit to carry such an officer with the necessary appointments becoming the position. Even this direct personal compliment failed to move him. Lord Lytton went with him to the edge of the carpet, shook him warmly by both hands, and, as this was the last reception of the day, he here laid aside his Viceregal character and Lord Lytton accompanied Scindia even through the first reception tent to the very entrance where the beautiful, but young and timid Arab, had been brought for inspection. There was a beautiful black saddle cloth and trappings embroidered with gold, a first-rate saddle and bridle mounted with crowns set with pearls, and yet the immovable chief did not deign even to look at the horse walking direct to his carriage, and driving away with the faintest possible movement that could by courtesy be deemed to do duty for a *salam*."

If the above be a fact, it was, we fear, an evil day for Scindia when he dared to show up his spirit. It is but too true as our correspondent says that "the revenge of an Englishman, though slow is sure, and Government will never forget a *Ruling Chief* in India, who has yet the passion and pride of ordinary humanity." The proclamation ceremony came off with great *eclat*. A short account of it will be found in another column.

SCRAPS AND COMMENTS.

The following address was read in the Calcutta Durbar :—

By the High Command of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, and of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal, the Proclamation has been read by which Her Most Gracious Majesty Queen Victoria assumes the title of Empress of India. This solemn ceremony of which you are now witnesses, will doubtless long live in your loyal remembrance. Her Majesty has this day been pleased to add the title of Empress of India to her sovereign style and titles. By this Her Majesty seeks no new power. Her Majesty claims no new prerogative. Her Majesty's sole object is to consider the welfare of her people. Her Majesty's sole desire is to win the affection of her subjects. The title of Empress of India gives a formal and fixed expression to an idea which has long existed. It gives a public and emphatic declaration of the feelings which Her Majesty has long entertained, but which have been hitherto inadequately made known to the people of India. The Proclamation and its attendant ceremonies declare to you the feelings of deep interest which Her Majesty has in the welfare of India. They declare the confidence which Her Majesty feels in the loyalty and affection of the Princes and people of India.

Eighteen years have now passed since the publication of the well known Proclamation of 1858, in which Her Majesty gave utterance to her exalted sentiments couched in words of benevolence and mercy, when she assumed the direct administration of India. By the Proclamation which have been read today, the promises and assurances given in the Proclamation of 1858, are solemnly ratified and unreservedly confirmed. The most public proof is given throughout the length and breadth of India of Her Majesty's deep concern for the welfare of its Chiefs and people, and an occasion is afforded to Her Majesty to acknowledge her grateful sense of the devoted loyalty evinced when His Royal Highness the Duke of Edinburgh visited India, and more recently when His Royal Highness the Prince of Wales, honored the country with his illustrious presence.

It is the desire of Her Majesty and of Her Majesty's Government that the crown of England may henceforth more than ever be identified with the aspirations and interests of Her Majesty's subjects in India. It is Her Majesty's desire that they may be hereby confirmed in their loyalty to the crown, and that they may be convinced that although Her Majesty can command the obedience of her people, it is her wish to rule them through their affections and good will, and to surround the symbol of Imperial power of the sympathies of an United Empire.

With this view, it will be the constant aim of Her Majesty's Government to associate as far as possible, the intelligent and influential members of the community with the offices of Government in the business of administration, and to provide that all the subjects of Her Majesty, of whatever race or creed, are impartially admitted to offices in the service of Government for which they may be qualified by their education, ability, and integrity.

The thanks of the Government of India are hereby proferred to all those who are present in commemoration of this auspecious day. By the direction of His Excellency the Viceroy, certain tokens of Her Majesty's approbation will now be comferred on some of the gentlemen here present, who have signalized themselves by their loyalty, or by their eminent services as Magisterial Officers, or as good citizens. His Excellency hopes that these gentlemen will retain and hand down to their successors, in rememberance of this solemn occasion, the tokens of distinction now conferred on them.

The following is a list of native gentlemen of Calcutta and the 24 Pergunnahs who have received certificates of Honour in the Calcutta Durbar :—

1. Baboo Punna Lall Seal ; 2. Rai Kanye Lall Day Bahadoor. 3. Rai Ramprosad Mitter, Bahadoor. 4. Pundit Issur Chunder Vidaysagor. Haji Abdool Burree. (Dais) 5. Pundit Bharut Sheromoni. 6. Baboo Dwarkanath Mullick; 7. Rai Soshi Chunder Dutt Bahadoor. 8. Baboo Bhoggobutty Churn Mullick. 9. Baboo Joges Chunder Dutt. 10. Baboo Romanath Kobiraj. Rai Rajendro Mullick Bahadoor. (Dais) Rumar Grish Chunder Singh. (Dais) Hon'ble Kristo Doss Pal ; (Dais). Hon'ble Meer Mahomed Ally ; (Absent.) Mr. Maneekjee Rustomjee (Absent) Revd. K. M. Banerjee, LL. D. (Dais) [Dais. Baboo Soorendromohun Tagore, Ms. Doc. 11. Baboo Debendronath Tagore ; 12. Baboo Tarrucknath Poramanic ; 13. Mirza Mahomed Khullil Sherazi ; 14. Dr. Mohendro Lall Sircar ; 15. Kumar Amarendro Krishna Bahadoor ; Baboo Keshub Chunder Sen ; (Dais) Baboo Doorgachurn Law ; (Dais) 16. Baboo Khalutch Chunder Ghose ; 17. Rai Ramnarain Doss. Bahadoor ; 18. Babo Chundermohun Chatterjee ; 19. Baboo Dwarkanath Biswas ; 20. Baboo Chundercoomar Day ; 21. Baboo Obhoychurn Gooha ; 22. Haji Mahomed Abdool Kurreem ; 23. Tameez Khan, Bahadoor. 24 ; Baboo Gungaprosad Sen ; 25. E. S. Gubboy Esq. Dr. Rajendro Lall Mittra ; LL. D. (Dais) 26. Baboo Annoda Prosad Banerjee ; Rai Juggadanunda Mookerjee, Bahadoor (Absent.) 27. Esau Bin Curtas ; Moulvi Ahmed (Dais) 28. Baboo Sreenath Ghose ; 29. Dr. Juggobundoo Bose ; 30. Baboo Bhoobun Mohun Sircar ; 31. Baboo Shama Churn Sircar ; 32, E. D. J. Ezra, Esq., 33. Baboo Bolai Chund Singh ; 34. Baboo Protab Chunder Ghose.

24 PERGUNNAHS.

1. Baboo Baneemadhub Chuckerbutty ; 2. Baboo Gobindo Chunder Dutt ; 3. Baboo Jadoo Lall Mullick ; 4. Baboo Grish Chunder Ghose ; 5. Baboo Mohadeb Ghosal ; 6. Baboo Shama Churn Law ; 7. Revd. Tarraprosad Chatterjee ; 8. Baboo Ganendra Kumar Rai Chowdhry ; 9. Baboo Nundo Kumar Bose ; 10. Baboo Jogendro Chunder Ghose ; 11. Baboo Sristidhor Couch ; 12. Mr. Cowasjee Eduljee ; 13. Baboo Sasipoddo Banerjee ; 14. Babu Persaud Dass Dutt.

The Russki Mir thus brags of Russia's power :—

"England may well boast that she is ready for war, for she does not require much time to mobilize her insignificant military force, and to send her fleet to sea. Sweden and Denmark may also say, with equally good reason, that they are ready for war : but the question is whether England is able to enter into a successful conflict with Russia for the achievement of a fixed political object. England is powerful on the sea, but she is hopelessly weak on the Continent. . . . We may leave the sea to the English, and in the meanwhile we can quietly destroy the Turks on land, or allow them to escape in English ships. We can raise an insurrection in India, from Persia and Khokand ; and we can destroy England's maritime trade by the help of a few cruisers, while the English ironclads will endeavour in vain to approach the torpedo-protected harbours of the Black Sea and the Baltic. Our railway communications would make a successful landing of English troops on Russian territory as impracticable as one of Russian troops on English territory. In a word, England is harmless to us so long as she no continental allies ; and she will not find any, for the Napoleonic regime in France has fallen and no European State is disposed to follow its disastrous example. The great Powers of the Continent must attach far greater importance to the maintance of their mutual relations than to the alliance of a commercial nation which, being separated from them by the sea, holds aloof from the system of continental politics."

England can afford to smile at his braggadocio.

Thus the Russian Paper paints his own nation.

Warlike rumours of a military expedition on the frontier, after the Imperial Assemblage, are rife both at Delhi and Lahore; at the former it is asserted that the Commissary Genral has received instructions to supply regimental necessaries for 20,000 men ordered to be in readiness to proceed to the frontier. Colonel Mylne, of the Commissariat, has lately been sent to Kohat.

The following letter on the Eastern question by Mr. Carlyle the great historian, has been published in the London *Times* :—

In the first place, then, for 50 years back my clear belief about the Russians has been that they are a good and even noble element in Europe. Conspicuously they possess the talent of obedience, of silently following orders given, which in the universal celebration of ballot-box, divine freedom, &c., will be found an invaluable and peculiar gift. Ever since Peter the Great's appearance among them, they have been in steady progress of development. In our own time they have done signal service to God and man in drilling into order and peace anarchic populations all over their side of the world. The present Czar of Russia, I judge to be a strictly honest and just man, and, in short, my belief is that the Russians are called to do great things in the world, and to be a conspicuous benefit, directly and indirectly, to their fellow men.

"To undertake a war against Russia on behalf of the Turk, it is evident to me would be nothing short of insanity ; and has become, we may fondly hope, impossible for any Minister, or Prime Minister, that exists among us. Twenty years ago we already had a mad war in defence of the Turk ; a mass of the most hideous and tragic stupidity, mismanagement, and disaster (in spite of bravest fighting) that England was ever concerned in since I knew it ; a hundred millions of money and above sixty thousand valiant lives were spent in the enterprise. By Treaties of Paris, &c., the Turk was preserved in tact, binding himself only to form his system of Government, which certainly of all things in the world needed reform. And now, after twenty years of waiting, the Turk is found to have reformed nothing nor attempted to reform anything. Not to add that by bankrupt finance he has swallowed a disastrous tribute of many new millions from the widows and orphans of England. As finis to all which he has wound up by the horrors of Bulgaria and such savageries as are without a parallel. With these weighty aggravations, the Turkish Question returns upon us anew and demands a solution.

"It seems to me that something very different from war on his behalf is what the Turk now pressingly needs from England and from all the world—namely, to be peremptorily informed that we can stand no more of his attempts to govern in Europe, and that he must *quam primum* turn his face to the eastward, for ever quit this side of the Hellespont, and give up his arrogant ideas of governing any body but himself.

"Such immediate and summary expulsion of the Turk from Europe may appear to many a too drastic remedy; but to my mind it is the only one of any real validity under the circumstances. Improved management of these unhappy countries might begin on the morrow after this long-continued curse was withdrawn, and the ground left free for wise and honest human effort. The peaceful Mongol inhabitants would, of course, be left in peace, and treated with perfect equity and even friendly consideration; but the governing Turk, with all his Pashas and Bashi Bazouks, should at once be ordered to disappear from Europe and never to return.

"This result is in the long run inevitable, and it were better to set about it now than to temporise and haggle in the vain hope of doing it cheaper some other time.

"As to the temporary or preparatory government of the recovered Provinces, cleared of their unspeakable Turk government for 20, or, say, any other term of years, our own experience in India may prove that it is possible, and in a few faithful and skilful hands is even easy. Nor in the temper of the Czar and of the Austrian Emperor need the fair partition of these recovered territories be a cause of quarrel. Austria must expect to become more and more a Slavic and Hungarian Empire, her nine millon of Germans more and more gravitating towards their countrymen of the great German Empire. The Czar, whose serious task it is to protect the Christian subjects in Turkey proper will justly have a claim to territorial footing in the recovered country. To England there is one vital interest, and one only, that of securing its road to India, which depends on Egypt and the Suez Canal.

"The thing to be desired is concord among the three Great Powers, and if, as we do hope, there is a mutual trust grounded on honesty of intention on the part of each, none claiming more than in the nature of things belongs to him, we may confidently expect that the difficulties of the business cannot prove insuperable. It seems to me the advice of Prince Bismarck, a magnanimous, noble, and deep seeing man, who has no national aims or interest in the matter, might be very valuable ; nay, were he appointed arbiter where difficult disidences arose, what but benefit would be likely to result ? But on this portion of the subject I am not called to write.

"The only clear advice I have to give is, as I have stated that the unspeakable Turk should be immediately struck out of the question, and the country left to honest European guidance ; delaying which can be profitable or agreeable only to gamblers on the Stock Exchange, but distressing and unprofitable to all other men.

It has been finally settled that Simla shall be *in perpetuo* the Viceregal summer residence. Enormous improvements and numerous alterations and additions will be at once set about. Buildings, roads, sanitation all will receive attention ; and the important question of an ample water-supply is being thoroughly gone into. The £100,000 sanctioned for Simla improvements by Lord Salisbury will soon be swallowed up. A new palace is to be built for the Viceroy at a cost of at least two lakhs of rupees ; it will be situated on the Observatory Hill, which will be cleared for that purpose by the 23rd P. I. (Pioneers).

The *Statesman* publishes a correspondence which affords an apt illustration of how the money goes. It is stated that, in a certain district, there are three separate surveys being carried on at this moment, revenue, settlement, and irrigation, all with respect to the same land, costing, respectively, 50, 100, and 150 per square mile, while one good cadastral survey might have done it all for Rs. 100. The correspondent refrains from naming the district, and it is not difficult, in view of the finale of the Thullier Macdonald case, to divine the reason why. That, too argues a morbid state of things, and the call for reform is imperative.

A Company is being formed in Bombay for manufacturing glass. The capital is one lac of rupees, and the shares Rs. 500 each.

The cultivators about Madras, having lost all hopes of rain this year, are now cutting up their half-withered crops and using them as fodder.

The poverty-stricken families of the Deccan are flocking at Bombay, imagining that the further they get away from the famine districts the better it will be for them. But they soon find out their mistake. In connection with this fact it is noted that the rate of mortality is rising each week.

The *Indian Public Opinion* writes as follows :—

"We wish to suggest to Lord Lytton, that a very marked and graceful way of commemorating the assumption of the Imperial title, would be to increase permanently, by even the slightest amount, the pay of the Native soldier in India.

It is stated that the railway fare for the trip to Delhi of Her Highness the Princess of Tanjore and Consort, with 400 followers, amounted to Rs. 17,938, and that of His Highness the Nizam of Hyderabad and retinue to Rs. 25,000., while his troops cost Rs. 18,000 daily, under canvas or *en route*.

There will be a great pearl-fishery in Ceylon on account of the local Government on the 5th March next. The Colonial Secretary advertises for divers and boat-owners, and promises employment to fifteen boats for fifteen days at one of the places where the oysters are to be fished up, an occupation to the same number of boats for one day in the other.

The *Deccan Herald* of the 25th instant, reports that there is no improvement in the prospect of the crops, and that the number of persons employed on the relief works, had increased by 32.774 during the past week. On the other hand, there has been a considerable fall in the price of grain, and the health of the people continues good.

We take the following Frontier intelligence from the *Indian public Opinion* :—

On the night of the thirteenth, the Afridis took away two iron targets which were lying on the parade for Target practice each of which weighed about ten maunds. People are surprised that the Afridis succeeded, notwithstanding the outpost guards, in carrying upon their heads these heavy targets, which had been brought from Rawal Pindi upon the back of an elephant.

On the morning of the fourteenth, they succeeded in carrying away in bondage from the Burj (out post) Jhorme, four policemen, and two private servants of the village of Godeh Kheyl.

The Burj is situated upon the Bunu road at the distance of 5 miles from Kohat and three from Godeh Khyel.

A similar occurance took place in Chowki Harima Kohat districts. Six Chowkidars were carried away at evening.

The London correspondent of the *Times of India* sends this budget of Social scandals from England :—

There are some divorce scandals floating in the air—a member of a well-known Suffolk family has run off with the wife of a member of an equally well-known Norfolk family ; and as the lady has large means of her own, the deserted husband is more than usually disconsolate and irate. A member of a certain ducal house, not unknown to you in India, will shortly appear as co-respondent. All parties concerned belong to the peerage, but I have good reasons for not yet divulging names. One great scandal has been happily omitted. The libel case brought by the Quartermaster of the 1st Life Guards against Mrs. Reynolds, a well-known riding mistress, has fortunately been settled. Had it been proceeded with, a number of persons of high position would have been very unpleasantly connected with it, and there would have been some disclosures of loose morals in high places, which would have been very painful to all right thinking people. No good comes of such exposures. The prurient tastes of the public are momentarily gratified—radicals of the *Reynolds's Newspaper* type revel in the brand of guilt stamped upon the aristocracy—shame and distress are brought to many innocent household, and public morals are not a whit better for it all. It is cause for congratulation that at the last moment it was resolved to wash all this dirty linen at home.

It would appear from the Census Report that the area of the Town was ascertained by Simms's survey to be 7 square miles 516 acres 3 roods 13 rods and 28 yards or 7·8075 square miles. At the present day the area is computed by Mr. Williamson, the Municipal Surveyor, to be 5,037 acres, or seven square miles 557 acres 23 rods and 28 yards, the increase of forty acres being explained to be due to new accretions on the river bank in the Jorabagan and Burra Bazar wards. On this area the Esplanade, Fort William and Tolly's Nullah occupy 1,283 acres, leaving 3,754 acres as the area of the Town proper within the limits of the jurisdiction of the Municipal Corporation.

Within these limits the total population of the Town on the night of the 6th April last was 409,036 souls, giving an average density of 109 souls per acre over an area of six square miles. The number of persons dwelling in the Fort and in that part of Hastings which is under the Military authorities was 2,893 : the floating population on board vessels and boats lying within the limits of the port was 17,696.

Of the pucka houses, 7,037 are one-storied 8636 two storied, 1,187 three-storied ; 34 four-storied and 2 five storied. Of the kutcha houses 1,120 have an upper story, Of the 16,896 pucka houses, 1,229 were uninhabited and 120 were in course of erection at the time of the census. Of the kutcha houses, 599 were uninhabited and 66 in course of erection. Of the inhabited pucka houses, 11,979, or 77 per cent., were occupied as a whole by one family only ; 1,607, or 10 per cent, by two families ; 696, or 5 per cent., by three families and 1,265, or 8 per cent., by more than three families. Of the inhabited kutcha houses, 11,856, or 53 per cent were inhabited by a single family ; 3,056, or 14 per cent., by two families ; 2,289, or 10 per cent by three families.

In the *East India Gazetteer* (1815) Walter Hamilton gives the following "correct description" of Calcutta as it existed in 1717 :—whence the description is taken, he does not say :—

"The present town was then a village appertaining to the district of Nudden, the houses of which were scattered about in clusters of ten or twelve each, and the inhabitants chiefly husbandmen. A forest existed to the southward of Chandpal Ghat, which was afterwards removed by degrees. Between Kidderpore and the forest were two villages, whose inhabitants were invited to settle in Calcutta by the ancient family of the Seats, who were at that time merchants, of great note and very instrumental in bringing Calcutta nto the form of a town. Fort William aud the Esplanade are the site where this forest and the two villages above nentioned formerly stood. There are still inhabitants alive who recollect a creek which extended from Chandpal Ghat o Ballagat, and who say that the drain before the Governnent House is where it took its course. To the south of Boitakhanna there is still a ditch which shews evident races of the continuation of this creek. In 1717 there vas a small elegant houses at Chowringhee ; and Calcutta nay at this period be described as extending to Chitpore ridge, but the intervening space consisted of ground covered ith jungle. In 1742 a ditch was dug round a considerable art of the boundaries of Calcutta to prevent the incursions the Mahrattas, and it appears from Mr. Orme's History War in Bengal that at the time of its capture in 1756 there were about 70 houses in the town belonging to the English. What are now called the Esplanade, the site of Fort William and Chowringhee, were so late as 1756 a complete jungle interpersed with a few huts and small pieces of grazing and arable land."

How Free India-trade, was the great turning point in the fortunes of England is thus described by the writer of the paper in the *Mookerjee's Magazine* headed "A voice for the Commerce and Manufactures of India" :—

"The effects of unlimited participation in the trade of India, demand an special consideration. Speaking comparatively, the commercial policy of the East India Company may be pronounced to have been a generous one. It was prescribed, in no small degree, with a tender regard to the concerns of those over whom they ruled, and had always given an interpretation favourable and considerate to them. But the changes, effected in 1813 and 1833, constitute an important landmark in the commercial history of our nation. They were avowedly adopted to affect India and England in totally different ways —those changes being as diametrically opposed to the general interests of the one country, as they were conceived in a spirit to confer great benefits, not from year to year, but from century to century, on the other. To England, a few years proved the wisdom of throwing open the abundant markets of India to British competition. The step has enabled her to become a great exporting country, from an humble importing country. It has reversed the position of long dependent England by elevating her to a manufacturing power of the first rank, which now supplies, in her turn, hundreds of millions with the products of her industry, and sets at defiance every effort to injure her prosperity. Her seats of industry have multiplied in countless numbers. Her springs and mines now send out salt, coal, iron, and tin in millions of tons. Mills and manufactories have sprung up all over the country, and become more profitable than gold mines. If the great Continental countries of Europe may be described as vast standing camps, Britain may be dsecribe d as a big workshop, to which nations from all parts of the world send their goods to be manufactured and made up. Such is the immensity of the volume of her trade now, that, in Birmingham alone, a week's work comprises "the fabrication of 14,000,000 pens, 6,000 bedsteads, 7,000 guns, 300,000,000 cut nails, 100,000,000 buttons, 1,000 saddles, 5,000,000 copper or bronze coins, 20,000 pairs of spectacles, six tons of papier-mache wares, over £30.000l. worth of jewellery, 4000 miles of iron and steel wire, ten tons of pins, five tons of hair pins and hooks and eyes, 130,000 gross of screws, 500 tons of nuts and screw bolts and spikes, fifty tons of wrought iron hinges, 350 miles length ef wax for vestas, forty tons of refined metal, forty tons of German silver, 1,000 dozens of fenders, 3,500 bellows, 800 tons of brass and copper wares—these, with a multitude of other articles, being exported to almost all parts of the globe." Manchaster, that once was so insignificant as to have sent only, "a single representative to the Parliament of Cormwell," has now made such rapid strides to prosperity and influence, as to overawe Ministries and rule the destinies of nations. In a recent Parliamentary return, it is stated that "there are now in the United Kingdom, engaged in the cotton manufacture, 2,655 factories, 37,515,772 spinning spindles, and 479,514 persons employed." The spindle-power of Great Britain is now one-fourth time greater than the united spindle-power of the civilized world. Fifty years ago, the annual value of the English imports into India was no more than £6000,000. It now amounts to £32,000,000. Tha assessable income of the nation has, in a quarter of century, more than doubled from £220,000,000 to 453,000,000. In general words, the effect of the commercial policy of the English Government, has been that the nation has accumulated great wealth, that the revenue of the kingdom has vastly increased, that the state of the country is highly satisfactory, and that the future is bright with the most cheering promises. It is originally the *custom* of India, to which is due and from which is deducible, in a great measure, all this marvel.

For the benefit of the sick and bed-ridden, Mr. W. Tinsley, publisher, has revised and patented an ingenious contrivance, whereby a patient may be gently raised in his bed into a sitting posture, or placed at any degree of incline that he may desire.

Addressing a crowded audience in the Corn-Exchange, Maidstone, on Friday, the 24th November, Sir Sydney Waterlow said there were at the present time in the United States 812 paper mills, running 989 machines, manufacturing 350,000,000lbs. of paper per annum. In the United Kingdom there were 274 mills, running 420 machines, and manufacturing 350,000,000lbs. of paper per annum.

"Great reductions," says the London correspondent of the *Bombay Gazette*, "are going on in the India office. Eight important posts have been abolished within the past few weeks. Lord Salisbury is said to be looking out for a Madras man to fill the place of Sir H. Montgomery at the India Council, but it is difficult to make a selection. Suitable men for the Council are very difficult to obtain. Sir Bartle Frere's place will not be filled up for several months to come."

Regarding the reduction in the Public Works Department, the *Indian Daily News* says :—

We alluded, the other day, to the changes likely to take place in the Account Branch of public Works Department in Bengal, according to the scheme of the new Minister for Public Works. Amongst the various rumours now afloat regarding the reductions contemplated in the subordinate executive service, there is report to the effect that the services of about 25 officers of the lowest grade of the upper subordinate service are to be dispensed with, and that the class of lower subordinates—probably the sub-overseers—is to be abolished. Besides, the services of several clerks and peons are also to be dispensed with. The local government, while expressing its opinion on the subject, is said to have observed that these are all the reductions that can be made in Lower Bengal, though, it is presumed, a larger reduction may be made in the North-Western provinces where the facility for conveying materials, &c., is greater than in Bengal. It is said that the Government have decided that when dispensing with the services of the former class of officers, the period of the service should be taken into consideration. Those who have served 12 years and upwards are not to be affected by the reduction scheme. With a view to provide for those officers who are thus to be thrown out of employ by the proposed roductions in the department, it has been ruled that when any vacancy occurs in the district works, or road cess department, preference should always be given to those officers by the local authorities, when selecting candidates to fill up the said-vacancies. It now appears evident that a large number of officers most of whom are natives, receiving small emoluments are to lose their appointments by the proposed scheme, which, it is presumed, will effect a pretty large saving to the State.

The celebrated American aeronaut Mr. R. Gibbon Wells has addressed a bold and interesting letter to the *Englishman*. We make the following extracts from it :—

I have just returned from Delhi, where I have been to see if I could arrange with the executive committee for the Grand Darbar for one or more balloon ascents, with the largest aerostat at the present time in the world. During the Franco-Prussian war, I constructed, in the city of Bordeaux for the French Government, an immense balloon, one hundred and seventy-five feet in length, one of the largest and longest balloons ever constructed by any aeronaut. The material alone cost more than Rs. 10,000, or one thousand pounds sterling. It was made expressly to take General Bazaine out of Metz ; but, unfortunately, he surrendered the fort before the balloon was finished. It had a steam-engine of three horse-power, to be propelled by a *helice*, or screw, and to be steered by a helm made of canvas. In this manner it could be guided in quiet wether as easily as the *Great Eastern* Steamship. The immense value of balloons for war purposes may be illustrated by the fact that the battle of Waterloo was lost by the French simply and only because Napoleon discontinued the use of his war balloons, and therefore could not tell whether Blucher, the Prussian General, was coming, or one of his own Generals, with a part of his grand army. He would not have made the fatal mistake, if he had made observations from a balloon. For want of an aerostat, he lost the battle and his Imperial throne, and died a prisoner in St. Helena.

And he concludes with the pious hope that all Emperors and Kings may meet with a similar fate, who cannot appreciate the value of balloons for scientific or war purposes !

He then proceeds thus :—

"With an aerial machine of the same size and form (cigar-shaped) I would not hesitate to start from Delhi on the first day of January 1877, for a voyage to America, or round the world, by way of China and Japan, carrying letters from Lord Lytton and the Maharajas at the Darbar to the Emperors of those countries. Would not this be a thousand times more interesting and important to commerce and the world than for a lakh of rupees to be spent in fireworks and smoke ? I believe I could reach New York in fifteen days, and return to India, by way of London and Paris, in less than thirty days, making a voyage round the globe by the first of February 1877, as we can travel more than a thousand miles easily per day. If Captain Nares and the British Government had accepted my offer of taking such a balloon with the Arctic Expedition, instead of being disappointed themselves, and disappointing thousands of scientific men in not reaching the North Pole, I could have easily passed over the four hundred miles of ice-mountains which separated them from that long-wished-for spot where they all expected that the "flag of a thousand years" would be surely and safely planted in the summer of 1877. In a few hours on a quiet day, I could have steamed over the barrier with my aerial steed, and back again to the vessel from which I had set out, and given an account of that unknown region without the immense toil and risk of life in trying to reach it by climbing for weeks over mountains of ice, or dying of scurvy. I offer my services to any scientific society, or Government, to go with an aerial steam machine, similar to the one I made for the French Government, starting from any city in the globe ; and I firmly believe that I can find out the *great secret* which lies concealed in snow and ice in less than *two* weeks from the date of starting, and at least at one hundredth part of the expense incurred in fitting out the British North Pole or Arctic Ex-pedition. It is nothing new or strange for such grand projects, to meet with ridicule and opposition; but it comes only from that class of men who have opposed the grand march of science and art in all ages. The same class opposed George Stephenson, and laughed at the idea of his making a train go faster than ten or twelve miles per hour; they laughed at Morse when he told them that he could "send news around the world quicker than they could count a hundred, "or eat their dinner"! It was the same class of wiseacres who opposed Fulton, the American, who built the first successful steamboat, who also ridiculed the first attempt at laying a cable across the Atlantic, so that "John Bull and Uncle Sam" could have a private chat every hour, if they desired. Sir Isaac Newton and Galileo were considered by them as persons more fit for the lunatic asylum, than to expound the sublime facts of the glorious science of Astronomy.

Mr. Wells is now in Bhurtpore, where he has constructed for the Moharaja of Bhurtpore, a balloon, which is believed to be the largest, at present in the world, it being more than two hundred and fifty feet in circumference, and one hundred feet from the car to the valve at the top, having over two thousand square yards of material, and a capacity of about two hundred and seventy thousand cubic feet.

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Waman Pandoorung Kajwadhar Esqr, Yeatmall	5	0	0
Krishnrow Sadasheo Esqr., Maligaom ...	5	0	0
A. L. Navalkar Esqr., Bombay	5	0	0
K. S. Deva Esqr., Dewas	5	0	0
Vishnoo Succaram Wagli Esqr., Dularia ...	5	0	0
S. Rama Swamy Iyer Esqr., Sutheamungalum	5	0	0
Dr. Murdock Esqr., Madras	1	0	0
Mohamed Ghazidin Esqr., Wadi Junction ...	5	0	0
Secry, N. Library Maheshwar, ...	5	0	0
Tapee Daas Vurzdass Esqr., Bombay ...	5	0	0
R. Sooria Raw Esqr., Vizagapatam	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

বল্লভ সিং, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং রামশঙ্কর সেন।

ইতি পূর্ব্বে লাহোরের ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন যে আমিরের সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে। এখন আমরা শুনিলাম দিল্লীর দরবার যে সমাপন হইবে সেই গবর্ণমেন্ট প্রান্ত ভাগে ২০ হাজার সৈন্য পাঠাইবেন। সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে দিল্লীর দরবার যে ভাঙ্গিবে আর গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ প্রান্তবাসীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ২০ হাজার সৈন্য পাঠাইবেন।

বোম্বাইবাসীরা পদে পদে আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। তাহারা বস্ত্র প্রস্তুতের কল স্থাপন করিয়াছেন। কাগজ প্রস্তুতের কল স্থাপন করিয়াছেন। আবার সেখানে একটী গ্লাস প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন জন্য শেয়ার খোলা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ৫০০ টাকা।

উৎসবোপলক্ষে ১২৯৮৮ জন সচ্চরিত্র কয়েদীকে কারামুক্ত দেওয়া হইয়াছে। এক শত টাকার অনধিক টাকা দেনার জন্য যে সকল ব্যক্তি দেওয়ানি ফাটকে আছে তাহারা ঋণ মুক্ত হইয়া খালাস পাইয়াছে, তাহাদের ঋণ সকল গবর্ণমেন্ট নিজ হইতে পরিশোধ করিবেন।

আমরা ভরসা করিছিলাম ইউরোপীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখন যেমন সম্বাদ পাইলাম তাহাতে যুদ্ধ যে হইবেনা এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কনষ্টেণ্টীনোপেলে সমাগত ইউরোপীয় রাজমণ্ডলীর দূতগণ সারবিয়া সম্বন্ধে যে একটী শাসন প্রণালী প্রস্তুত করেন, তুর্কি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কতকগুলি আপত্তি দর্শাইয়াছেন। রুশিয় রাজদূত বলিতেছেন যে তাঁহারা প্রথমে যে শাসন প্রণালীর পাণ্ডুলিপি দেন তাহার ব্যতিক্রম কোন প্রণালীই গ্রাহ্য করিতে পারিবেননা। রাজদূত গণ তুর্কির প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহাদের প্রদত্ত শাসন প্রণালীর প্রতি তুর্কি গবর্ণমেণ্ট যে অনভিমতি প্রদর্শন করিতেছেন তাহা ঠিক কি না। এই কথার উত্তর তুর্কি গবর্ণমেন্ট আগামী বৃহস্পতিবারে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। আগামী শনিবারের পর শনিবার পর্য্যন্ত ইউরোপে সমরানল প্রচলিত হইবে কিনা তাহা জানাই যাবে।

ছোট দরবারে ২৪ পরগণার নিম্ন লিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্মান সূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, বাবু যদুলাল মল্লিক, বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, বাবু বেণী মাধব চক্রবর্ত্তী, বাবু মহাদেব ঘোষাল, বাবু শ্যামা চরণ লাহা, রেবারেণ্ড তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বাবু নন্দ কুমার বসু, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু যুধিষ্ঠির কোঁচ, মেঃ কাউয়াসজি ইদলজি, বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্রসাদ দাস দত্ত।

দিল্লীর উৎসবে গবর্ণমেন্ট একটী নূতন মন্ত্রী সভার সৃষ্টি করিয়াছেন। এটীর নাম এম্প্রেসের মন্ত্রী সভা। ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনারেলের ও বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর দ্বয়ের এক একটী মন্ত্রী সভা আছে। এই সভার পরামর্শ মত গবর্ণর জেনারেল ও গবর্ণরদের রাজ্য শাসন কার্য্য করিতে হয়। এম্প্রেসের মন্ত্রী সভা রাজ্য শাসন কার্য্যে কত দূর যোগ দিতে পারিবেন তাহা এখন ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই মন্ত্রী সভার সভ্য আট জন দেশীয় রাজা ও গবর্ণর জেনারেলের সভাসদ্‌গণ, গবর্ণরদ্বয় ও লেঃ গবর্ণর গণ নিযুক্ত হইয়াছেন। আট জন দেশীয় রাজা যথাঃ—কাশ্মীরের মহারাজা, ইন্দোরের মহারাজা হুলকার, গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা, রামপুরের মহারাজা, বন্দির মহারাজা ও ঝিন্দের মহারাজ।

এই অবধি টাকার উপর "কুইন ভিক্টোরিয়ার" পরিবর্ত্তে "এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া" অঙ্কিত হইবে।

অবসর সরোজিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ রায় "ভারতভাগ্য" শিরোনামে একটী পদ্য মুদ্রিত করিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গলায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক জন লেখক হইয়া উঠিতেছেন। পদ্যটীর মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে আমরা উহা হইতে কয়েকটী পদ তুলিয়া দিতাম।

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত! পরীক্ষিত! পরীক্ষিত!!!

বর্গ-বিষ চিকিৎসা।

এই পুস্তক সর্প দংশনের এবং অপরাপর যত প্রকার বিষের নাম এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার চিকিৎসা বিবরণ, সহজে প্রাপ্য পরীক্ষিত বনৌষধ দ্বারা বিষ প্রশমিত করিবার উপায় লিখিত হইয়াছে; মূল্য ডাক মাসুল সমেত বার আনা। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু।

কলিকাতা ১৪ নং ভোলিয়াটোলা ষ্ট্রীট জোড়াসাঁকো।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু, পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্রজ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, উদারাময়, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵০।

২। বাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ানে, বিচুনে, কাণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৮০ প্যাকিং ৵০।

৩। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া টাক, পারা দ্বার, বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৮০, আনা প্যাকিং ৵০।

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, রস বা পুঁজ পতন বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷০ প্যাকিং ৴১০।

৫। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। (পারা সংশ্লিষ্ট রহিত) নানাবিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে, মূল্য ৷৷০, প্যাকিং ৴১০।

কেশ কন্দর্প তৈল।

৬। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ঠ হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধিকারিতা, ও কেশের সুচিকণতা গুণ দর্শিবে। এমনকি অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবে। মূল্য বার আনা। প্যাকিং ৴১০।

৭। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ ইহা সেবনে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়া দ্বার দূষিত রক্ত, পারদ স্ফোটন, বা ঘা হওন এবং উহার আনুসঙ্গিক পীড়া সকলের বিশেষ উপকার দর্শিবে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং—৵০।

সংবাদ।

—বোম্বাই অঞ্চলে লোকের অন্ন কষ্ট অপেক্ষা জল কষ্ট বেশী হইয়াছে। এই জন্য গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জেলাবাসী বহু সংখ্যক লোক মধ্য দেশে প্রেরণ করিলে ইহার অনেকটা প্রতিবিধান হইবে। লোকেরা আপনারাই ইহার মধ্যে আপন২ জেলা ছাড়িয়া মধ্য দেশে গমন করিতেছে।

—তীর্থ স্থান সমূহে গোহত্যা না হইতে পারে এই উদ্দেশে বারাণসীর বহু সংখ্যক হিন্দু দিল্লী দরবার উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করিতেছেন।

—আলিপুরের জেলের অল্প বয়স্ক অপরাধীদিগের নিমিত্ত উক্ত জেলের সংলগ্ন একটী রিফরমেটরি স্থাপিত হইবে। যদি এখানে কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জেলে এই রূপ রিফরমেটরি সকল স্থাপিত হইবে।

—দিল্লীতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে ৪০ জনের, পঞ্জাবের ৫৮ জনের, অযোধ্যার ৩৯ জনের আজমিরের ২৩ জনের, বৃটীশ ব্রহ্ম দেশের ৫ জনের মহিশূরের ১২ জনের, মধ্য ভারতবর্ষের ২ জনের এবং ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের ৪ জনার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে সকলেই কোন না কোন রূপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ রাজা, কেহ রাও সাহেব কেহ রাও বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সার দিনকর রাও রাজা মুসার খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—বাঙ্গলা হইতে গিধড়ের মহারাজা জয় মঙ্গল সিংহ বাহাদুর সাঁওতাল ও বিদ্রোহী ও সিপাহী যুদ্ধের সময় এবং দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করেন এই নিমিত্ত দরবারে ইহার নিমন্ত্রণ হয়। দরভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মী মিশ্র বাহাদুর দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এই নিমিত্ত ইহার নিমন্ত্রণ হয়। হাতুয়ার রাজা কৃষ্ণ প্রতাপসিংহ ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্বে এবং ইহার পিতা সিপাহী যুদ্ধের সময় এবং ইনি দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করেন এই নিমিত্ত ইহার নিমন্ত্রণ হয়। ডুমরাওনের মহারাজা পুরাতন বংশোদ্ভূত এই নিমিত্ত ইহার নিমন্ত্রণ হয়। ইহার পুত্র রাজা প্রসাদ সিংহের ও নিমন্ত্রণ হয়। ভাগলপুরের রাজা হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য করেন এই নিমিত্ত ইহার নিমন্ত্রণ হয়। সভাবাজারের রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ রাজা নবকৃষ্ণের বংশোদ্ভূত এবং কলিকাতার মধ্যে অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এই নিমিত্ত ইহার নিমন্ত্রণ হয়। এতদ্ভিন্ন রাজা হরেন্দ্র, রাজা যতীন্দ্র মোহন, রায় লছমিপত, ধনপত, নবাব আসগার আলি, নবাব গণিমিয়া, আমির আলি, মৌলবী আবদুল লতিব, অনারেবেল মিঃ মামুদ প্রভৃতি আর ও অনেকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

—প্রান্তবাসী আফ্রিডিসরা ইতিমধ্যে নিকটবর্ত্তী পোলিস ষ্টেশনের কর্ম্মচারী দিগকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাদের অস্ত্র ও বস্ত্র ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া যায়। পোলিস কর্ম্মচারীরা উলঙ্গ হইয়া বন্ধন দশায় দুই দিন ছিল।

—ব্রিটীশাধিকৃত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ, মুসলমান ৪ কোটি ১০ লক্ষ, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ৩০ লক্ষ, শিখ ১১ লক্ষের অধিক, এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ৯ লক্ষ।

—কাবুলে ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে। সেখানে প্রত্যহ শত শত লোক মরিতেছে। হাট বাজার রাজ বিচারালয় সকল বন্ধ হইয়াছে।

—ফিলেডেলফিয়াতে যে শতবার্ষিক মেলা হয় তাহার ব্যয় ১০ই মে পর্য্যন্ত ১৪০০,০০০,০০০ টাকা লাগে। মেলা ১৬৩ দিন থাকে ইহার নিমিত্ত প্রতিদিন ২২ হাজার টাকা ব্যয় অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত ১৭৬০০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের নিমিত্ত একটি চাঁদা সংগ্রহ হয়। আমেরিকার সমুদায় ষ্টেট হইতে ৪৫০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং কংগ্রেস হইতে ৩০০০০০০ টাকা প্রদান করা হয়। প্রবেশের দ্বারে টিকিট বিক্রয় হয় এবং ইহা দ্বারা ৫৩৭৭২৭০ টাকা সংগৃহীত হয়, মেলাতে যে সমুদয় দোকান বসে তাহার কর হইতে ১০০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও বিস্তর টাকা উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা দ্বারা তিন লক্ষ টাকা লভ্য হইয়াছে। যদি এ দেশে গবর্ণমেণ্টে এই রূপ কোন মেলার উদ্যোগ করেন তাহা হইলে বোধ হয় গবর্ণমেন্ট ইহাতে ক্ষতি গ্রস্ত হইবেন না।

—আমরা অতিশয় আনন্দের সঙ্গে ঢাকা প্রকাশ হইতে নিম্নের সম্বাদটী গ্রহন করিলাম। "আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেনের উদ্ভাবিত বস্ত্র বয়ন যন্ত্র এত দিন পরে কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। অনেক দিন হইল তিনি এত নির্ম্মাণে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া চেষ্টা করিতে করিতে ইহা দিনে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। বাবু দীননাথ সেন যেমনই সবিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন, তেমনই অসাধারণ অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি, তাহাতেই এই পরমোপকারি যন্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যন্ত্রে "তানা" বসাইয়া ও "ব" লাগাইয়া সূত্রযুক্ত "মাকু" যথা স্থানে রাখিয়া দিলে এক ব্যক্তির কল চালনায় আপনা আপনিই যথা নিয়মে "মাকু" চালিত, বস্ত্র বয়িত ও তাহা "নরদে" (কাষ্ট শুস্ত বিশেষ) জড়িত হইয়া থাকে। সাধারণ তন্তুবায় দিগের অপেক্ষা কত অল্প সময়ে এই যন্ত্র দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত যদিও তাহা ঘড়ী লইয়া বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, কিন্তু এতন্নিবেশিত মাকুর গতায়তের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া অনুমান হয় ৪। ৫ জন তন্তুবায়ের কার্য্য ইহার একটী কলের সহযোগে এক জনে অনায়াসে সুসম্পাদন করিতে পারিবে। তানার সূতা ছিঁড়িয়া গেলে কল চালকের চক্ষে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রতি বিধান হইতে পারে, যদিও এ পর্য্যন্ত তাহার উপায় করা হয় নাই, কিন্তু দীন বাবু বলিলেন, তৎ প্রতি বিধান কঠিন কার্য্য নহে, সত্বরই তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। আমরা স্বহস্তে কল ঘুরাইয়া দেখিলাম, তাহাতে এত অল্প বলের প্রয়োজন যে, অনায়াসে এক জন তাঁতী কল ঘুরাইয়া সূত্রের পর্য্যবেক্ষণও করিতে পারিবে। এখনই এই কলে যে রূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহার ও বাইন ভালই বোধ হইল। আমরা যতটুকু সময়ে যে পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখিলাম, সাধারণ তন্তুবায়দিগের সেই পরিমাণ বস্ত্রবয়ন করিতে বোধ হয় তাহার চতুর্গুণ সময় লাগিত।"

—আমরা একবার শুনি যে বিলাতে কয়েক জন রমনী তাহাদের পতি যুদ্ধে হত হইয়াছে এই বিশ্বাসে পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করে এবং নব বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে কাল যাপন করিতে থাকে। ইতি মধ্যে প্রথম স্বামীরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ইহা লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডে এই রূপ আর একটী গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি প্রথম একটি রমণীর পাণি গ্রহণ করে, তদপরে লণ্ডনে গমন করিয়া আপনার নাম গোপন করিয়া ছদ্ম নামে আর একটি রমণীর পাণি গ্রহণ করে। এই রমণীর সঙ্গে এক বৎসর সহবাস করিয়া অনুদ্দেশ হয় ইতি মধ্যে জনরব উঠে যে, আমেরিকার যুদ্ধে এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয় রমণী এই জনরবে বিশ্বাস করিয়া আর এক স্বামী গ্রহন করে, এবং দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা তাহার একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইতি মধ্যে তাহার প্রথম স্বামী আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডে রাজ বিচার দ্বারা পরিণয় সূত্র হইতে বিমুক্ত না হইলে স্বামীর কি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে না। রমণীর প্রথম স্বামী বর্ত্তমান আছে দেখিয়া ইহারা ভারি গোলযোগে পড়েন। এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত প্রথম স্বামীর পরিণয় সূত্র হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আদালত তাহাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

—ইতি পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে স্বতন্ত্র টেলিগ্রাফ বিভাগ ছিল। এখন ইহা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একত্রিত হইয়া যাইতেছে। ১লা জানুয়ারি হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের টেলিগ্রাফ এবং গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ একত্রিত হইত কিন্তু দরবারের নিমিত্ত ১লা হইতে ইহা একত্রিত হইল না। আর দুই মাস ইহা স্বতন্ত্র থাকিবে। দুই মাস পরে ইহা একত্রিত হইবে।

—আমেরিকায় জন কয়েক বিজ্ঞানবিৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে২ কোন স্থানে কতকগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঢিবি দর্শন করেন। ইহারই একটি ঢিবি খনন করিয়া তাহারা কতক দূর নিম্নে ভস্ম এবং কতক গুলি দাহ্য বস্তু প্রাপ্ত হন। তাহারা আর একটির নিম্নে খনন করিয়া দেখেন যে চারি জন বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের এবং দুইটি বালকের অস্থি পতিত রহিয়াছে। খননকারীরা ইহা দর্শন করিয়া আরো খনন করিতে থাকেন, কিছু দূর খনন করিয়া আর তাঁহার একটি মনুষ্যের অস্থি দর্শন করেন। বসিয়া মস্তক হেট করিয়া থাকিলে যে রূপ ভাবে থাকিতে হয় মনুষ্য অস্থিটি সেই ভাবে রহিয়াছে। ইহার বাহুতে কোন একরূপ বন্য পশুর দন্ত নির্ম্মিত দুইটি অলঙ্কার রহিয়াছে। অলঙ্কার দুই খানি চারি ইঞ্চ লম্বা, ইহার মধ্যে বিঁধ করা আছে এবং এই বিঁধে সূতা দিয়া উহা হস্তের অস্থিতে সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহার কঙ্কালটি সেখানে পতিত রহিয়াছে, তবে কঙ্কাল অস্থি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কঙ্কালের দক্ষিণে চারিটি প্রস্তর নির্ম্মিত তীরের ফলক রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের কোন উৎকৃষ্ট যন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে ফলক কয়েকটির যে রূপ সুন্দর হওয়ার সম্ভব ছিল, এ কয়েকটি সেই রূপ সুন্দর। স্কন্ধ দেশ হইতে ছোট ছোট কড়ির দুই গাছি মালা ঝুলিতেছে। প্রতি মালাতে ২৯টি কড়ি। কড়ি গুলি ছিদ্র করিয়া গাঁথা রহিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎদিগের বিবেচনায় মৃত্তিকার নিম্নে যে মনুষ্য জাতির অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ইহারা আমেরিকায় সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া অবস্থিতি করে। এখন আমেরিকাতে যাহারা আমেরিকার আদিম বাসী বলিয়া পরিগণিত হয় ইহারা তাহার পরে আমেরিকাতে আগমন করে।

—এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে পার্লিয়ামেণ্টের আগামী অধিবেশনে স্মলেট সাহেব ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ৫ কোটি টাকা ব্যয় কর্ত্তন করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিবেন। তিনি ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৫ কোটী টাকা ব্যয় সংকীর্ণ করা তত কঠিন কাজ হইবে না। যদি স্মলেট সাহেব ব্যয় সংকীর্ণ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের দেশীয় লোকের ক্ষতি ও লভ্য উভয় হইতে পারে। অন্যান্য দেশে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কমিলে করদাতাদের ভারের লাঘব হয়। এখানে ব্যয় সংকীর্ণের সঙ্গে করদাতাদের তত সংস্রব নাই, কেবল কর বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ভার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং স্মলেট সাহেব ৫ কোটী টাকা ব্যয় সংকীর্ণ করিলে হয় ত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা কি অন্য কোন বিভাগ যাহাতে এ দেশীয়দিগের মঙ্গল হইবে তাহা হইতে উহা কর্ত্তন করিবেন।

— রাজপুতনার এক খানি সম্বাদ পত্রে আজমির হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, যে সাগরে ইতিমধ্যে একটী জনরবের উৎপত্তি হয় যে সেখানে সিপাহীরা ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সিপাহীরা কিছু দিন হইতে গোপনে বসিয়া কি পরামর্শ করে এবং আপনাদের স্ত্রী পুত্র নিজ নিজ বাস গৃহে প্রেরণ করে এই নিমিত্ত এই জনরব উঠে। রাজপুরুষেরা এই জনরবে ভীত হন এবং স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করেন, এমন কি, এক দিন এই প্রহরীর মধ্যে এক জন বিস্মৃতি ক্রমে দুইটি কামান দাগাতে সাগরবাসীরা দিশিহারা হইয়া যায়। অনেকের মনে অশঙ্কা হয় যে, বুঝি সিপাহীরা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে সিপাহীরা স্বপ্নেও কখন অস্ত্র ধারণের কথা মনে করে নাই। সাগরে অতিশয় জল কষ্ট হইয়াছে এবং ইহারই নিমিত্ত তাহারা পরিবার স্থানান্তরিত করার পরামর্শ করিত।

—স্বাধীন তাতার পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অধীন ছিল। চীন সম্রাট এই দেশ অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ইহা আবার স্বাধীন হইয়াছে। চীন সম্রাট ইহা অধিকার করিবার নিমিত্ত আবার যত্ন করিতেছেন। কাসগার অধিকার করার প্রধান প্রতিবন্ধক পথ কষ্ট। চীনেরা এই কষ্ট অতিক্রম করিতে না পারিয়া উহা আক্রমণ করার কোন রূপ উদ্যোগ করিতে পারেন না। কিছু দিন গত হইল এই রূপ রাষ্ট্র হয় যে, রুশেরা চীনের সঙ্গে যোগ দিয়াছে এবং চীন সম্রাটকে এই রূপ আশ্বাস দিয়াছে যে কাসগার গমনে চীনেরা আহারীয় ও পানীয় যে কষ্ট সহ্য করার ভয় করে তাহারা তাহা দূর করিবেন। রুশ সম্রাট চীন সৈন্যদিগকে আহারীয় দিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন। এই আশ্বাস পাইয়া চীনেরা কাসগার অভিমুখে যাত্রা করেন। এই গোলযোগ হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজেরা ইয়ারকন্দ হইতে আগমন করেন। এবং এই নিমিত্ত ইয়ারকন্দ হইতে এক জন রাজ দূত আজ কয়েক মাস কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিত করিতেছেন এবং তিনি বিলাতে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সম্প্রতি চীনদেশীয় এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে চীনেরা কাসগার অধিকার করিবার নিমিত্ত যে সৈন্য দল প্রেরণ করে তাহা বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং তাতারবাসীরা চীন আক্রমণ করার উদ্যোগ করিতেছে।

—রোডসেস সংস্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্কের অনেক কাজ বন্দ করিয়াছেন। এই বিভাগের কাজ আরো কর্ত্তন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যত্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রতি জেলাতে এক এক জন একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন তিন চারিটি জেলা এক এক জন ইঞ্জিনিয়ারের অধীন রক্ষিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে একজিকিউটিবের সংখ্যা আরও কমাইবেন। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে পবলিক ওয়ার্কের সমুদয় কাজ রোডসেস কমিটির উপর অর্পণ করিবেন সেই জোগাড় দেখিতেছেন। অন্ততঃ বাঙ্গলাতে এটি নিশ্চয় হইবে।

—সে দিবস আমরা প্রকাশ করি যে আমেরিকার এক জন যুবতী পতিকে বন্দুক দ্বারা গুলি করার অপরাধে রাজ বিচারে উপস্থিত হয়। আবার সম্প্রতি আমরিকার এক খানি সম্বাদ পত্রে এক জন রমনী লিখিয়াছেন যে, যে কোন পুরুষ ক্রমাগত তিন রাত্র প্রতি রাত্রি দশ ক্রোশ গমন করিয়া তাহাকে পশ্চাদবর্ত্তী করিতে পারিবেন তাহার নিকট তিনি হাজার টাকা বাজি হারিবেন। তিনি এই হাজার টাকা এক স্থানে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই দুইটি ঘটনা দেখিলে অনায়াসে অনুভব করা যায় যে আমরিকাতে স্ত্রীলোকেরা যে রূপ বেগে পুরুষ জাতিকে অধীনস্থ করিয়া আপনারা পুরুষের পদাভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছে। আমেরিকার স্ত্রীরা যেরূপ বেগে গমন করিতেছেন যদি এই রূপ বেগে চলেন তাহা হইলে ৫০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকাতে স্ত্রী পুরুষে মহা কলহ উপস্থিত হইবে। আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় কখন কখন শক্তি সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়াছেন, আমেরিকাতে বোধ হয় আবার এই রূপ শক্তির জন্ম হইবে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

গতবারের পত্রে "সুন্দর বন" শিরোনামাঙ্কিত প্রেরিত পত্রে লেখকের নামটী মুদ্রাকারের অনবধানতায় অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। নামটি শুদ্ধ "শ্রীহরিদাস" না হইয়া "শ্রীহরিদাস দত্ত" হইবে।—সং

দিল্লীর রাজসভা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী পদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সে সমুদয় গুলি পত্রে প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে। আমরা প্রেরিত পদ্য গুলির স্থান স্থান হইতে কতিপয় পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

শ্রীশ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় "দিল্লী রাজ সভা উপলক্ষে ভারত ও নেপালের কথোপকথন" শিরোনামে লিখেনঃ—

পুন এ ভারতে কিসের ধুম?
পুন এ আনন্দ কিসের তরে?
ভারত বাসীর ভাঙ্গিল কি ঘুম,
তাই হাসিতেছে বদন ভরে॥

কুমারী হইতে বিতস্তা তীরে
সমগ্র ভারতে ভূপতি যত
কেন ও শিবিরে প্রবেশিছে ধীরে
কাহার চরণে হতেছ নত॥

পুন যুধিষ্ঠির জনমি ভারতে
রণে পরাভবি যতেক বীরে,
নিজ বাহুবল দেখাতে জগতে,
রাজ সূয় যাগ করিছে কি রে?
"তুমি কি জানিবে" ভারত গর্ব্বে
কহিলা দুঃখিনী নেপালে চাহি,
রাণী ভিক্টরিয়া জানিলো সর্ব্বে,
লভিছে উপাধি সাহিনী সাহী॥

যেই ব্রীটেনের রাণীর কল্যানে
কত সুখে সুখী আমার কুমার,
সবে আছে দুদেভাতে ধনে মানে
"হা অন্ন" ভারতে নাহিরে আর॥

করিয়াছে মোরে গুণে গুণ বতী,
রূপে রূপবতী হয়েছি এবে,
এ জগতে আজ আছে কোন্ সতী
যে নাহি আমার চরণ সেবে॥"

গরজি উঠিয়া নেপাল সাধ্বী
কহিলা ভারতে "মুরখ তুমি,
তবে কি জগতে একই ঋদ্ধি
হইয়াছে তব বাসনা ভূমি॥

জগতে মানব জীবন নিচয়,
কালের স্রোতেতে তরঙ্গ সমান।
আজ আছে কাল হইবে যে লয়,
প্রাণ দিয়া তাই রাখিরে মান॥

সবলে বন্দুকে সাঙ্গীন আঁটি
কালী বাহাদুর গণেশ দল
কেমনে পরিতে রেলয়ে সাটী,
যদি না দলিত বিদ্রোহীদল॥

আমার গোরখা, যাহে গরবিণী
তুমি লো, খেতেছে তোমার লবণ,
বাহুবল দেখি তব মহারাণী
দিয়াছে উপাধি "কুইন্ ওন্॥

ভূটান হইতে কুমাউন ধার
হিমাদ্রি শিখরে যতেক পাহাড়ী
সুরেন্দ্র আমার করিলে হুঙ্কার
পারে লো ফেলিতে তোমারে আছাড়ি॥

বীর প্রসূ আমি এই বীরভূমি,
বীর পত্নী বলি জগতে ঘোষে,
বীরত্ব মহিমা কি জানিবে তুমি
হয়েছ অবীরা কপাল দোষে॥

শ্রীজ ঃ—"উপহার" শিরোনামে লিখেনঃ—

গাও জয় জয় ভারত ভিতরে
প্রাচীন হস্তিনায়, ইন্দ্রপ্রস্থ ধারে,
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
হিমাচল হতে সাগর তীরে।

শতদ্রু বিপাসা, সিন্ধু চন্দ্রভাগা,
ইরাবতী কৃষ্ণা, কাবেরী নর্ম্মদা,
সরয়ূ যমুনা, ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা,
সবে মিলে গাও, মহোচ্চ স্বরে॥

রাজ সূয় যজ্ঞ দ্বাপরের শেষে,
করিল পাণ্ডব হস্তিনা সকাশে,
যবন রোমান সিংহল জাপান,
ভয়ে কম্পবান, নোয়ায় মাথা।

কলিতে সে যাগ, করেছে ইংরাজ,
সেই হস্তিনায়, সেই আর্য্যরাজ,——
যবন পাঠান, মোগোল আফগান
শশাঙ্কে ঘেরিয়া তারকা যূথ॥

আর্য্য রাজগণ প্রতাপে যাঁদের,
সাগর ফেঁপেছে, অচল টলেছে,
পবন খেপেছে, গগণ ফেটেছে,
পৃথিবী ফেঁদেছে, চরণে ধরি।

সেই ক্ষত্র বীর, যোধ আজমীর,
নেপাল কাশ্মীর, কচ্ছ বিকানীর,
যে যে খানে ছিল, সকলে ধাইল,
পূজিবারে আজ ভারতেশ্বরী॥

সুদূর পশ্চিম সমুদ্র পারে,
শ্বেতদ্বীপে এক শ্বেত সরোবরে,
শ্বেত কমলিনী, শান্ত কাদম্বিনী,
প্রস্ফুটিত আজি, সৌরভে ভরি।

আকর্ষিত যত ক্ষত্রিয় যবন,
পরিমল রেণু লভিবারে মন,
পাসরি আপনা বলে ঘনে ঘন
ভিক্টোরিয়া জয় ভারতেশ্বরী॥

পূর্ব্ব বঙ্গ বাসী সহিয়াছ বটে,
দুঃখের সাগরে ডুবিয়াছে বটে,
তব ঘাটে মাঠে এমন ও বটে,
মৃত দেহ কত রহেছে পড়ে।

কিন্তু অন্তর্ধান সে দুঃখ শমন,
জননীর মনে পড়েছে যখন,
শোক তাপ জ্বালা না রবে কখন,
সুখ শান্তি হবে দুদিন পরে॥

শ্রীঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় "দিল্লীদরবার" শিরোনামে লিখেনঃ—

বাজাও বাজনা, কর বীণা ধ্বনি,
মধুর সঙ্গীতে, পুরাও মেদিনী,
ভারত—জননী, বিক্টোরিয়া রাণী
লবেন উপাধি, "সম্রাজ্ঞী" নাম;—
করিবে ইংরাজ, রাজসূয় যাগ
সমগ্র ভারতে, কার ও নাই ভাগ
সকল ই ব্রিটীশ, পতাকাধীন;—
এক লক্ষ তোপ, কর এক বারে,
জানুক মানব, জগৎ সংসারে,
ইংরাজ ঈশ্বর, ভারত মাঝারে,
যাহা ইচ্ছা করে তাহাই হয়;—
কোথায় এখন, হিন্দু রাজগণ,
কোথা বা এখন, প্রচণ্ড যবন,
সকল ই নিধন, করিয়া বৃটন;—
রাজ চক্রবর্ত্তী, হয়েছে ভবে।

তাই মহোৎসব, হবে দরবার
ভারত ভূমির, দাসীত্ব প্রচার
আয় রে সকলে, লয়ে উপহার,
সম্রাজ্ঞী স্বরূপ, পূজার তরে;—
হিমাদ্রি হইতে, কুমারীর এল,
সমগ্র ভারত, উচ্চৈঃস্বরে বল,
কাঁপাইয়া জল, পর্ব্বত জঙ্গল,
পৃথ্বী নভ স্থল, কাপাইয়া বল,
জয় বিক্টোরিয়া, তোমার জয়

মরুক মান্দ্রাজ, মরুক বোম্বাই
মরুক ভারত, তায় ক্ষতি নাই
দিল্লীতে উৎসব, অবশ্যই হবে
জলে ডুবে গেল, লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
তাই কি উৎসব স্থগিত রবে?

শ্রীশ্যামলাল বসাক—"দিল্লীতে রাজসূয় যজ্ঞ" শিরোনামে লিখেনঃ—

বৃটিশ পতাকা ভাতিছে গগনে
নাদিছে কামান গম্ভীর গর্জনে
বৃটিশ প্রতাপে সকলের মনে
উদিত হতেছে হরষ ভয়।

রতন খচিত কিরীট পরিয়া
রাজন্য সকল মিলিছে আসিয়া
যে যার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া
করিতেছে সভা আলোক ময়।

ভারতাধিশ্বরী হলো বিক্টোরিয়া
শুনহ সকলে শ্রবণ করিয়া
এ শুভ সংবাদে সকলের মন
অবশ্য হইবে আনন্দে মগন
বৃটেনের জয়! ভারতের জয়!
সবে মিলি বল বাক্য সুধাময়
বৃটেনের অঙ্কে ভারত দোলে।

আইল দেখিতে দেবতা নিচয়
রাজসূয় যজ্ঞ এ কলিকালে
দেখিয়া শুনিয়া মানিয়া বিস্ময়
নন্দনপুরে পুনু ফিরিয়া চলে।

গাও সবে মিলি ভরতের জয়
জয় জয় ধ্বনি হোক দেশময়
গগন ভেদিয়া উঠুক রোল।

কেন কেন ভীরু সলিল বদনে
দীন হীন বেশে বসিয়া নির্জনে
কাঁদিতেছে আর হয়ে হত বল
কাঁদিলে বলহ হবে কিবা ফল
ভারতের দুঃখ হলো বিমোচন
উজ্বল হইল ভারত বদন
দুঃখনী ভারত পাইল কোল

প্রেরিত।

মহিষাদল।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃর্গত মহিষাদলের দানশীল রাজা শ্রীযুক্ত লছমন্ প্রসাদ গর্গ বাহাদুর প্রজাপুঞ্জের ও সাধারণের লেখা পড়া শিখিবার সুবিধার জন্য অনেক দিন হইতে নিজ ব্যয়ে নিজ বাটীতে একটী ইংরাজি স্কুল, একটী উন্নত পাঠশালা স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া সুন্দররূপ চালাইতেছেন ঐ দুই বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের যে মহোপকার সাধিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এখানে বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান বাবু কান্তিচন্দ্র দাস ও অত্রত্য সব রেজিষ্ট্রার বাবু মথুরানাথ দাস এবং অন্যান্য কতিপয় ভদ্র লোক প্রভৃত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ দ্বারায় আগামী ১লা জানুয়ারি মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণোপলক্ষে এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাঁদিগের এরূপ সদনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি এবং তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী হইয়া তাঁহাদিগের যত্ন সুফল প্রসব করে। যদি এই মহাত্মাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া এই উপলক্ষে সকল স্থানে এই রূপ সদনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ভারতের বহুল উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে সাধারণের জ্ঞাপনার্থে লিখিতেছি যে অত্রত্য রাজা বাহাদুর রাজ ভক্তি প্রদর্শনার্থে মেদিনীপুরে যে ক্ষুদ্র দরবার হইবে তথায় একটী ইলেকট্রো আলো প্রস্তুত জন্য তাহার সমুদায় ব্যয় তত্রত্য মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের নিকট ৫০০ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভারত মাতার সম্মানার্থ ১লা জানুয়ারি সমস্ত দিন তাঁহার নিজ গড়ে তোপ ধ্বনি হইবে।

১৮৭৬। বশম্বদ
৬এ ডিসেম্বর শ্রীজানকীনাথ মিত্র।

মফঃস্বলের মুল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নাথ সরকার জাইপাড়া কৃষ্ণনগর হুগলি ৫
" " কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাছাড় ১০
" " জয় গোপাল রক্ষিত গোহাটী ১০
" " কুমার মহেন্দ্রনাথ খাঁ কারাজোল মেদিনীপুর ১০
"বাবু উমাচরণ রায় চাট গাঁ ৫
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়া ১০
" " মতিরাম দাস গোহাটী ১০
মুন্সি আমির বিশ্বাস সুন্দরপুর মহেশপুর ১০
মৌলবী মহাম্মদ হামদুল্যে খঁ তেতুলে, তালা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন চন্দ্র হালদার দারজিলিং ৫
" " হারাণ চন্দ্র আড্ডী বনাই জেলা ছাপরা ১০
" " গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দরভাঙ্গা ৫
" " হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জর্ব্বলপুর ৫
" " পূর্ণচন্দ্র সরকার সানিহাটী ঢাকা ১০
" " সূর্য্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বগা ৫
" " বৈকুণ্ঠ নাথ রায় জাহানাবাদ, বর্দ্ধমান ১০
" " ব্রজলাল সান্যাল উল্লাপাড়া, পাবনা ৫
" " তারা প্রসন্ন রায় বিহিয়া ৫
" " কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় সুলতানগাছা ১০
" " রাজ কৃষ্ণ রায় মোল্লাহাট, বাগেরহাট ৫
মনজুর আহামেদ খাঁওাঘোষ বর্দ্ধমান ৫
শ্রীযুক্ত বাবু কাশী প্রসাদ সর্ম্মদ্দণ নাটোর ১০
" " রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দামুড়হুদা ছুয়াডাঙ্গা ১০

বিজ্ঞাপন।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদার বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্যহয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....।০
মঙ্গলবার.....।০
বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.....।০
শুক্রবার.....।০
শনিবার.....।০
রবিবার.....॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সারণাধ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘন্টায় এক টাকা মং ১_।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে ডিনিয়া গাফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৪টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড।

সিলক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুদ আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট মেসর্য়াস এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনী নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্যসংসারে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং ইহার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুর্য্য
কার্য্যাধ্যক্ষ
জয়দেবপুর ঢাকা

অর্শরোগের অব্যর্থ মহৌষধ!

১১দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে
মূল্য ।/৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা
শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন, বহু বাজার, কলিকাতা

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয় যাহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা।।

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen well deserve a translation into English.

Mux Maller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যানহাপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মূল্য ১৲ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা।

উহার প্রথম ভাগ মুল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।